এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

SREMON JEWELLERS
সোনার কেনাকাটায় এবার আরও বড় সাশ্রয়!
মাত্র ৮% মেকিং চার্জ
সীমিত সময়ের বিশেষ সুযোগ
7439287442

৩ পাটের কালোবাজারি রুখতে কড়া হাতে নামছে রাজ্য

শীতের পারদ নামছে, নজর এখন বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্তে ৩

কলকাতা ২৯ নভেম্বর ২০২৬ ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ রবিবার বিংশ বর্ষ ১৬৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.11.2026, Vol. 20 Issue No. 167, 8 Pages, Price 3.00

প্রত্যয় মোদীর, সমর্থন স্ট্যালিনের

‘নারীশক্তিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ শুধু সময়ের অপেক্ষামাত্র’

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের আসন সংরক্ষণ নিয়ে ফের বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জানালেন, ‘নারীশক্তির’ উদ্দেশে তাঁর সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা কেন্দ্র পূরণ করবেই। তাঁর কথায়, শুধুই সময়ের অপেক্ষা। শনিবার দুপুরে এক ভিডিয়োবার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা নারীশক্তিকে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। তা পূরণ করতে আমরা সংকল্পবদ্ধ।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দশকের পর দশক ধরে এই লড়াই চলে আসছে। যাঁরা এর জন্য লড়াই করেছেন, তাঁদের মধ্যে আমিও একজন।’ আগামী সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশনের বর্ধিত পর্ব। সূত্রের খবর, সেখানে সংবিধানের ১৩১তম সংশোধনী বিল (লোকসভার আসন বাড়িয়ে এবং পুনর্বিন্যাস করে মহিলা সংরক্ষণ চালু সংক্রান্ত) পাশ করানোর চেষ্টা করতে পারে মোদী সরকার। তার আগে প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

শনিবার দুপুরে নিজের এক্স হ্যান্ডলে ৫৩ সেকেন্ডের একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী। মহিলা সংরক্ষণ নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রত্যয়ী মোদী। তিনি বলেন, ‘আমি জানি, নারীশক্তির ১০০ শতাংশ আশীর্বাদ রয়েছে আমাদের উপরে। আমি প্রত্যেক মহিলাকে কথা দিচ্ছি, মহিলা সংরক্ষণের পথে আসা প্রতিটি বাধাকে আমরা অতিক্রম করব’। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সংযোজন, ‘যে দলগুলি মহিলা সংরক্ষণের বিরোধিতা করছে, তারা দেশের নারীশক্তিকে সংসদ এবং বিধানসভায় নিজেদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা থেকে আটকাতে পারবে না।’

গত এপ্রিলে বিল পাশ করাতে গিয়ে ধাক্কা খাওয়ার পর থেকেই শাসকজোট এনডিএ-র বাইরে থাকা বিভিন্ন দলের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন মোদী সরকারের মন্ত্রীরা এবং বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। লোকসভার আসন বাড়িয়ে এবং পুনর্বিন্যাস করে মহিলা সংরক্ষণ চালু সংক্রান্ত বিষয়ে ইতিমধ্যে বেশ কিছু দলের সমর্থনও আদায় করে নিয়েছে তারা। লোকসভার আসন বাড়ানোর বিল সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের ডিএমকে। এনসিপিআই সাংসদ শতাব্দী রায়ও শনিবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে জানিয়েছেন, তাঁরা নারী ক্ষমতায়নের পক্ষে ভোট দেবেন। এনসিপি (শরদ)-ও যে বিলে সমর্থন দিচ্ছে, তা শনিবার সকালে মোটামুটি পাকা হয়ে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সংসদের বাদল অধিবেশনের বর্ধিত পর্বের আগে এ দিন বিরোধীজোটের ডাকা বৈঠকে এনসিপি (শরদ)-এর কোনও প্রতিনিধি ছিলেন না।

উল্লেখ্য, তিন বছর আগেই মহিলা সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে সংবিধানের ১০৬তম সংশোধনী বিল সংসদের উভয় কক্ষে পাশ করিয়েছিল মোদী সরকার। যার পোশাকি নাম ছিল ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম, ২০২৩’। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন বিরোধী দলের সহযোগিতা নিয়েই ওই বিল পাশ করিয়েছিল কেন্দ্র। এখন লোকসভায় যে ৫৪৩টি আসন রয়েছে, তার এক-তৃতীয়াংশ



মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করার কথা ছিল তাতে। সংসদে পাশ হওয়ার পর তিন বছর পেরিয়ে গেলেও তা হিমঘরেই রয়ে গিয়েছে।

এরই মধ্যে লোকসভার আসন বাড়িয়ে এবং পুনর্বিন্যাস করে মহিলা সংরক্ষণ চালু করতে নতুন করে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রথমে চলতি বছরের এপ্রিলে বাদল অধিবেশনের সময়ে সংবিধানের ১৩১তম সংশোধনী বিলটি পেশ করা হয় সংসদে। উল্লেখ্য, সংবিধান সংশোধনী বিল ধ্বনি ভোটে পাশ করানো যায় না। এর জন্য ভোটাভুটি করতে হয় এবং দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন দরকার। গত এপ্রিলে এ সংক্রান্ত মোট তিনটি বিল লোকসভায় পেশ করেছিল কেন্দ্র। তার মধ্যে প্রথম বিলটি দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন পেতে ব্যর্থ হওয়ায়, বাকি দু’টি নিয়ে আর ভোটাভুটি হয়নি। ওই বিলগুলির ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে জল্পনার মাঝেই আগামী সোমবার লোকসভায় এবং বুধবার রাজ্যসভায় বাদল অধিবেশনের বর্ধিত পর্ব ডাকা হয়েছে।

সব নজর সংসদে

লোকসভার আসন বাড়িয়ে ও পুনর্বিন্যাস করে মহিলা সংরক্ষণ চালু সংক্রান্ত তিনটি বিল



একনজরে বিল

- লোকসভা এবং বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিল, যার পোশাকি নাম, ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’। লোকসভার সাংসদ সংখ্যা বাড়িয়ে ৮৫০ করার বিষয়টি এরই অন্তর্গত।
- আসন পুনর্বিন্যাস (ডিলিমিটেশন) সংক্রান্ত বিল।
- কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন সংশোধনী বিল (কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আসনবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে)।

ইন্ডি-জোটের বৈঠক ব্যর্থ

- আসন পুনর্বিন্যাস আটকানোর রণকৌশল তৈরি করতে শনিবার দিল্লিতে মল্লিকার্জুন খাড়গের বাড়িতে ইন্ডি জোটের বৈঠক হয়।
- ডিএমকে সরকারিভাবে সমর্থন ঘোষণা করে দেওয়ার পরই স্পষ্ট, আর কোনও অবস্থাতেই বিরোধী শিবির এই বিলটি আটকাতে পারবে না।

কেন সায় ডিএমকে-র?

- লোকসভার আসন বাড়ানোর বিল সমর্থনের সিদ্ধান্ত ডিএমকে-র। ডিএমকে-র সূত্রে মেনে আসন বাড়ানোয় এই বিলে সায়।



শুভেন্দু সাক্ষাতে শতাব্দী, হুইপ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংসদের বিশেষ অধিবেশনকে সামনে রেখে রাজ্য রাজনীতিতে তবে কি এবার নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত? শনিবার দুপুরে পিডব্লিউডি টেন্টে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করলেন বীরভূমের তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়। মাত্র কয়েক মিনিটের এই সাক্ষাৎ ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বিশেষ করে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে শুভেন্দুর বক্তব্য নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূলের সাংসদদের অবস্থান নিয়ে।

বেলা বারোটা নাগাদ দু’জনের মধ্যে এই সাক্ষাৎ হয়। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান, নিজের সংসদীয় এলাকার একটি কাজ নিয়ে সময় চেয়েছিলেন শতাব্দী। সেই সূত্রেই বৈঠক। তবে কথোপকথনের একপর্যায়ে মহিলা সংরক্ষণ বিল প্রসঙ্গ উঠলে শতাব্দী বিলের সমর্থনে থাকার কথা জানিয়েছেন বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও এই বিষয়ে শতাব্দী রায়ের নিজের বক্তব্য সামনে না আসায় বিষয়টি ঘিরে রাজনৈতিক কৌতূহল থেকেই যাচ্ছে।

আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে আসন পুনর্বিন্যাস ও মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার আগে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে তৃণমূল সাংসদদের বৈঠকের সম্ভাবনাও রয়েছে। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি নিয়েও আলোচনা চলছে। ফলে শুভেন্দু শতাব্দী সাক্ষাৎকে নিছক সংসদীয় এলাকার কাজের আলোচনা হিসেবে দেখছেন না রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। বিশেষ অধিবেশনে তৃণমূলের অবস্থান এবং সাংসদদের ভোটাভুটির কৌশল দু’টি বিষয়ই এই সাক্ষাতের রাজনৈতিক তাৎপর্য বাড়িয়েছে।

অন্যদিকে, তৃণমূলের প্রায় ২০ জন সাংসদের অবস্থান নিয়ে জল্পনার মধ্যেই শনিবার দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হুইপ জারি করেছেন।

‘জরুরি’ বার্তা পেয়ে দিল্লি রওনা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার বিকেলে হঠাৎ দিল্লি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও আগে থেকে তাঁর এই সফরের কোনও কর্মসূচি ছিল না। বিরোধী জোট ‘ইন্ডি’-র নেতাদের কাছ থেকে জরুরি বার্তা পাওয়ার পরই কলকাতা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন কালীঘাট তৃণমূল নেত্রী। তাঁকে চার্টার্ড বিমানের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেওয়া হলেও তা ফিরিয়ে দিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার নিয়মিত উড়ানেই দিল্লি রওনা হন তিনি। শনিবার কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের সামনে নিজের সফরের কারণ জানান মমতা। হাতে চোঙা নিয়ে তিনি বলেন, ‘আজকে হঠাৎই ৩টের সময় মেসেজ আসে। খুব জরুরি। তাই আমায় দিল্লি যেতে হচ্ছে।’

এদিন মমতা জানান, বিরোধী জোটের নেতারা তাঁর যাতায়াতের জন্য চার্টার্ড বিমানের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রস্তাবে রাজি হননি তিনি। তিনি বলেন, ‘আমি এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটেই দিল্লি যাচ্ছি।’ ‘ডিলিমিটেশন বিল’কে কেন্দ্র করে দেশের রাজনৈতিক মহলের নজর এখন দিল্লির দিকে। সোমবার থেকে লোকসভার বিশেষ অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা। তার আগে রবিবার বিরোধী দলগুলির নেতাদের বৈঠক হওয়ার কথা। আর সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ডিলিমিটেশন বিল-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে বিরোধীদের অবস্থান ঠিক করতেই এই বৈঠক বলে মনে করা হচ্ছে। তবে অধিবেশনের আগে বিরোধী শিবিরের ঐক্য নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। শরদ পাওয়ারের এনসিপি বিজেপি তথা এনডিএ-র পাশে থাকার কথা জানিয়েছে। অন্যদিকে, তামিলনাড়ুর প্রাক্তন শাসকদল ডিএমকে-ও ডিলিমিটেশন বিলে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছে।

সূত্রে সায়, বিলের পাশেই ডিএমকে



নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর: শেষপর্যন্ত লোকসভার আসন বাড়ানোর বিল সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিল ডিএমকে। দলের প্রধান এমকে স্ট্যালিন এবং সংসদীয় নেতা টিআর বালুর উপস্থিতিতে শনিবার দলের কর্মিসমিতির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। বৈঠকের পর ডিএমকের দুই সাংসদ আন্দিমুথু রাজা এবং দয়ানিধি মারান এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। রাজা বলেন, ‘যে সূত্র মেনে আসন বাড়ানো হচ্ছে, তাতে তামিলনাড়ুর কোনও ক্ষতি হবে না।’ লোকসভায় ২২ এবং রাজ্যসভায় ৮ জন সাংসদ রয়েছে ডিএমকের। তাদের বিল সমর্থনের সিদ্ধান্ত নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে অনেকটাই স্বস্তি দিল।

ঘটনাচক্রে, শুক্রবার সকালেই ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিন এই আসন পুনর্বিন্যাস নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু দাবি জানান। তিনি জানিয়েছিলেন, তামিলনাড়ুর স্বার্থবিরোধী কোনও সিদ্ধান্তে সায় দেবে না তাঁর দল। স্ট্যালিনের দাবি ছিল, কোনও অবস্থাতেই লোকসভায় তামিলনাড়ুর ভাগের ৭.১৮ শতাংশ আসন কমানো যাবে না। খসড়া বিল অনুযায়ী, দেশের প্রতিটি রাজ্যেই লোকসভার আসন ৫০ শতাংশ বাড়বে। ফলে লোকসভায় তামিলনাড়ুর ভাগের আসন সংখ্যা কমার কোনও সম্ভাবনা থাকছে না। ১৯৭১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে নির্ধারিত রাজ্যওয়াড়ি সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের বর্তমান অনুপাতে অন্তত আগামী ২৫ বছরে যাতে কোনও পরিবর্তন না-হয়, সেই দাবিও জানিয়েছিলেন স্ট্যালিন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত স্ট্যালিনের সেই দাবিকেই সমর্থন করেছে।

থানায় বসে হলফনামায় ভুয়ো স্বাক্ষরের ভিডিও, অভিষেকের ঋত-তিরে এফআইআর পুলিশেরও

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের তরফে জাল হলফনামা তৈরি করে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হয়েছে। পূর্ব বর্ধমানের কালনা থানায় বসে ওই কাজ করেছে পুলিশই। দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে ভিডিয়ো দেখিয়ে এমনই দাবি করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কালনা থানায় ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এফআইআর দায়ের করল পুলিশ। দাবি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-য় তৈরি জাল ভিডিয়ো দেখিয়েছেন অভিষেক। এই খবরের প্রেক্ষিতে সমাজমাধ্যমে একটি হাসির ‘ইমোজি’ পোস্ট করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য, তৃণমূলের জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে বিবাদের মধ্যে রাজ্যের পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশনে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের জমা দেওয়া হলফনামায় একাধিক ভুয়ো সই আছে। শুধু তাই নয়, থানার ভিতরে বসিয়ে পুলিশ দিয়ে জোর করে ওই সই করানো হয়েছে বলেও অভিযোগ তাঁর। শনিবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে কয়েকটি ভিডিও প্রকাশ করেন মমতা-তৃণমূলের এই সাংসদ। শুক্রবার দলের প্রতীক নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির আলাদা আলাদা ভাবে নির্বাচন কমিশনে নথি জমা দেয়। নিজেদের পক্ষে বিধায়ক, সাংসদ, নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের সমর্থনপত্র এবং হলফনামা পেশ করে দুই পক্ষই। সেই নথির সত্যতা নিয়েই এবার প্রশ্ন তুলেছেন অভিষেক।

তাঁর প্রকাশিত একটি ভিডিওতে থানার ভিতরে কয়েকজনকে কাগজপত্রে সই করতে দেখা যাচ্ছে বলে দাবি অভিষেকের। তাঁর বক্তব্য, যাঁদের নামে হলফনামা জমা পড়েছে, তাঁদের কয়েকজনই নাকি জানান, ওই সই তাঁদের নয়। নোটারির সই নিয়েও প্রশ্ন তোলেনতিনি। অভিষেক বলেন, ‘ভুয়ো হলফনামা, নোটারির সইও ভুয়ো। যাঁর নামে সই করা হচ্ছে, যাঁর নাম দিয়ে হলফনামা জমা দেওয়া হচ্ছে নির্বাচন কমিশনে, তিনি জানেনও না।’

শনিবার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরূপ রায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীকে নিশানা করে অভিষেক অভিযোগ করে বলেন, বিরোধী দলের হয়ে পুলিশ থানায় বসে হলফনামা তৈরি ও সই করানোর কাজ করেছে। তাঁর আরও দাবি, এমন ঘটনা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নজিরবিহীন। এই ঘটনায় জালিয়াতির মামলা হওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। আদালতের কাছে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ নেওয়ারও আর্জি জানান তিনি।

অভিষেকের সাংবাদিক বৈঠকের পর পরই পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে। কালনা থানায় অভিযোগ দায়ের করে পুলিশ।

RAJA BISCUITS



পেয়ালায় রকমারি
সঙ্গে আছে রাজা মারী!

মুচমুচে রাজা গোল্ডেন মারী বিস্কুটের অনবদ্য স্বাদ আপনাকে তরতাজা করে তুলবে। গরম পেয়ালাও যার অপেক্ষায় থাকে।



RAJA UDYOG PVT. LTD. AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY
ideainc/RU/19

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি **SUMAN MONDAL**, পিতা দেবকুমার মন্ডল, নিবাস- সাপারায়পুর, পোঃ সন্তোষপুর, থানা মহেশতলা, কোল-700142. আমার পুত্রের সঠিক নাম **SNIGDHO MONDAL**. ভুলবশত তার বার্থ সার্টিফিকেটে তার নাম আছে **SINGDHA MONDAL**. গত 15/07/2024 ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আলিপুরের এফিডেভিটে (45310) **SNIGDHO MONDAL** নামে পরিচিত হলো। **SNIGDHO MONDAL** ও **SINGDHA MONDAL** একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, **SK. Safikul Haque** S/O SK. Abdul Rouf, residing at Vill- Jirat, P.O.- Hisabi, P.S.-Amdanga, Dist: North 24 Parganas, Pin-743221, W.B., do hereby declare that in my daughter's actual name **"Sadiya Khatun"** recorded in her Ration Card, but in her Birth Certificate her name wrongly recorded **"Sadiya". "Sadiya Khatun"** and **"Sadiya"** is the same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Court Barasat, North 24 Parganas dt. 03.07.2026.

I, **UTPAL KUMAR MAJUMDER**, S/o Late Ajit Majumder, Resident of Flat No. 3A, Vishnu Kings Court, 227, N.S.C Bose Road, P.O. - Naktala, P.S. - Netaji Nagar, Kolkata -700047. Do hereby declares that I have changed my name from **UTPAL KUMAR MAJUMDER** to **UTPAL AJIT MAJUMDER** and henceforth I shall be known as **UTPAL AJIT MAJUMDER** in all purpose vide an affidavit (32176) sworn before the 1st Class Judicial Magistrate Court, at Alipore on 20/05/2024. **UTPAL AJIT MAJUMDER** and UTPAL KUMAR MAJUMDER both are same and one identical person.

আমমোক্তারনামা

আমরা, ১) শ্রীমত্যা নয়নতারা প্রামানিক পিতা-মৃত নগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস স্বামী-মৃত জয়দেব প্রামানিক ২) শ্রীমতী বাসন্তী বিশ্বাস পিতা- মৃত নগেন্দ্র নাথ বিশ্বাসস্বামী-শ্রী দুলাল বিশ্বাস উভয়ের সাং-পেতুয়া, পো:-আড়ংঘাটা, থানা-ধানতলা, পিন-৭৪১৫০১, ৩) শ্রীমতী বুলু বিশ্বাস পিতা-মৃত নগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস স্বামী-শ্রী সন্তোষ বিশ্বাস, সাং-বেলেপাড়া, পো:-দক্ষিণপাড়া, থানা-হাঁসখালি, পিন-৭৪১৫০১, ৪) শ্রীমতী টুলুরানী বিশ্বাস পিতা-মৃত নগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, স্বামী-শ্রী মনোরঞ্জন বিশ্বাস, সাং-সাতপোতা, পো:-হলদিপাড়া, থানা-হাঁসখালি, পিন-৭৪১৫০২, পক্ষে বিগত ইংরেজি 11/01/2016 তারিখে IV-1/16 নং আমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী বিশ্বনাথ বিশ্বাস পিতা-মৃত নগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, সাং-হোসেনপুর, পো:-আড়ংঘাটা, থানা-ধানতলা, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৫০১। তপশীল:- মৌজা ৫১ নং হোসেনপুরখতিয়ান এল. আর. এস নং ৩০৬, আর. এস দাগ নং ৮০৯, এল. আর. এস দাগ নং ৯৩৪, মোট জমির পরিমাণ ৬.৩ শতক। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে রানাঘাট-II B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

আমরা, ১) শ্রীমতী রমা মন্ডল স্বামী-শ্রী দিপেন মন্ডল, সাং-২ নং ইস্ট কমলাপুর, পো:-কমলাপুর, থানা-দমদম, জেলা-কলিকাতা ২৮, ২) সুমী মন্ডল স্বামী-শ্রী রবীন্দ্র মন্ডল সাং-বেলেপাড়া, পো:-মাটিকুমড়া, থানা-রানাঘাট, জেলা-নদীয়া, ৩) শ্রীমতী জ্যোৎস্না সমাদ্দার শ্রী অসীম সমাদ্দার ৪) শ্রীমতী অনিতা বিশ্বাস স্বামী-শ্রী অরূপ বিশ্বাস উভয়ে সাং+পো:-পূর্বনওয়াপাড়া, থানা-ধানতলা, জেলা-নদীয়া, ৫) সুনীতি রায় স্বামী-মৃত প্রফুল্ল কুমার রায় ওরফে প্রফুল্ল রায় সাং- ডোলা ডোবাপাড়া (হবিবপুর), পো:- পূর্বনওয়াপাড়া, থানা-ধানতলা, জেলা-নদীয়া, পক্ষে ইংরেজি 17/06/2012 তারিখে IV-54 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী পবিত্র কুমার রায় পিতা-মৃত প্রফুল্ল কুমার রায় ওরফে প্রফুল্ল রায়, সাং- ডোলা ডোবাপাড়া (হবিবপুর), পো:- পূর্বনওয়াপাড়া, থানা-ধানতলা, জেলা-নদীয়া। তপশীল:- মৌজা ৬৫ নং ডোলা খতিয়ান আর. এস ও এল. আর. এস নং ৯৪০,৬৬৭, R.S & L.R.S দাগ নং ১১৪০, মোট জমির পরিমাণ ১৩২ শতক। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে রানাঘাট-II B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

: বিজ্ঞপ্তি:-

আমার মক্কেল শ্রী সন্দীপ কুমার দাস প্রঃ শ্রী সন্দীপ দাস, শ্রী দীপক কুমার দাস প্রঃশ্রী দীপক দাস, শ্রী স্বপন দাস সকলের পিতা-স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র নাথ দাস, সর্ব্ব সাং-কোর্ট মোড়, পোঃ-আসানসোল-৪, থানা- আসানসোল, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩৩০৪, শ্রীমতী শিখা মিত্র, স্বামী-শ্রী নিমাই মিত্র, ঠিকানা- N, 63, Justice MN Bose lean, Mastred para, Konnagar, Uttarpara, Dist-Hoogly, Pin-712235, শ্রীমতী বানী বিশ্বাস, স্বামী-শ্রী তাপস বিশ্বাস, ঠিকানা-9/4, Rajkumar Mukherjee Road, P.O. & P.S.-Baranagar, Dist-Kolkata, Pin-700036 এর নির্দেশক্রমে তাহাদের ইং তাং-২৬-১১-২০১০ তারিখে সম্পাদিত ও A.D.S.R.-Assansol অফিসে ৬৯৫ নং রেঃকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে তাহাদের ভ্রাতা অর্থাৎ শ্রী তপন দাস, পিতা-স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র নাথ দাস, সাং-কোর্ট মোড়, পোঃ আসানসোল-৪, থানা-আসানসোল, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩৩০৪,হাল ঠিকানা-L/60/0901SP, Sukhobristhi Spriha, New Town Action Area 3, Rajarhat, North 24 Parganas, West Bengal, 700135 কে আমমোক্তার হিসাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং উক্ত আমমোক্তার দলিল মূলে গত ইং-২৯/০৯/২০২৬ তারিখে সম্পাদিত ও তমলুক এ.ডি.এস.আর সাব রেজিস্ট্রী অফিসে ৬১৭২, ৬১৭৩ ও ৬১৭৪ নং রেঃকৃত বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা শ্রী রাজেশ মিত্র, শ্রী স্বপন কুইল্যা এবং শ্রী বিশ্বনাথ খাটুয়া দীং কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত ভূমি বিক্রয় করিয়াছেন। তাহাতে আমার মক্কেলের কোন আপত্তি আদি নাই। তাহা সর্ব সাধারনের অবগতির জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তী দ্বারা জানানো হইতেছে।-: তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি:- জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, থানা-তমলুক জে.এল. নং-১৩৭, মৌজা-রাধাবল্লভপুর, আর.এস. ১৮১, ১৫৫ ও ৯৮ নং খতিয়ান, এল.আর. ১৪৯৪, ১৪৯৫, ১৪৯৬ ও ১৪৯৭ নং খতিয়ান, পিন নং-৭২১৬২৭, আর.এস. ও এল.আর. ৪২১/৬৯৫, ৪২১/৬৯৬ ও ৪২১/৭২৯ দাগে সম্পত্তি মোঃ ০.২৬২ ডেসিমল।

Sd/- Siddhartha Jana (Advocate)
Enrl No. WB/1239/2007

: বিজ্ঞপ্তি:-

আমার মক্কেল আরতি দাস, স্বামী-স্বর্গীয় দিলীপ কুমার দাস, সাং ও পোঃ-রাধাবল্লভপুর, থানা-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬২৭, শ্রীমতী মুন্না দত্ত, স্বামী-শ্রী সুমন্ত্র দত্ত, ঠিকানা-৪৫, ধর্মতলা লেন, পোঃ-ভদ্রকালী, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২৩২, শ্রীমতী সুতপা রায়, স্বামী-শ্রী অমিতাভ রায়, সাং-সেকপুরা, চার্চ রোড, পোঃ-মেদিনীপুর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১০১ গত ইং-২৯-১১-২০২১ তারিখে সম্পাদিত ও তমলুক এ.ডি.এস.আর. তমলুক অফিসে ৫৯৭২ নং রেঃকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শ্রী দীপ্ত কান্তি দাস, পিতা-স্বর্গীয় দিলীপ কুমার দাস, সাকিন ও পোঃ-রাধাবল্লভপুর, থানা-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬২৭ কে আমমোক্তার হিসাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং উক্ত আমমোক্তার দলিল মূলে গত ইং ০১/১০/২০২৬ তারিখে সম্পাদিত ও তমলুক এ.ডি.এস.আর সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে যথাক্রমে ৬২৬২, ৬২৬৩ ও ৬২৬৪ নং রেঃকৃত বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা শ্রী স্বপন কুইল্যা, শ্রী রাজেশ মিত্র ও শ্রী বিশ্বনাথ খাটুয়া দীং কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত ভূমি বিক্রয় করিয়াছেন। তাহাতে আমার মক্কেলের কোন আপত্তি আদি নাই। তাহা সর্ব সাধারনের অবগতির জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তী দ্বারা জানানো হইতেছে। -: তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি:- জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, থানা-তমলুক জে.এল. নং ১৩৭, মৌজা-রাধাবল্লভপুর, আর.এস. ১৮১, ১৫৫ ও ৯৮ নং খতিয়ান, এল.আর. ৪৪৫ নং খতিয়ান, পিন নং-৭২১৬২৭, আর.এস. ও এল.আর. ৪২১/৬৯৫, ৪২১/৬৯৬ ও ৪২১/৭২৯ দাগে সম্পত্তি মোঃ ১.৫৬৩ ডেসিমল।

Sd/- Siddhartha Jana (Advocate)
Enrl No. WB/1239/2007

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল দুয় ১। সুভ্রা মিস্ত্রি স্বামী সিদ্ধার্থ মিস্ত্রি ২। সিদ্ধার্থ মিস্ত্রি পিতা রঞ্জিত মিস্ত্রি সাং গোয়ালজান, পোঃ রাধারঘাট, থানা বহরমপুর মুর্শিদাবাদ, ২৪৭৬/২০১৩ ADSR দলিল বরাবর ,০২৪৭ একর সম্পত্তি Power of Attoney Holder অজয় কুমার মন্ডল পিতা মৃত কৃষ্ণ কুমার মণ্ডল, সাং- বিষ্ণুপুর, থানা বহরমপুর মুর্শিদাবাদ উক্ত ব্যক্তির নামে কোন আপত্তি থাকিলে ১ মাসের মধ্যে সদর B. L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন। মৌজা- বিষ্ণুপুর- ৯৩ খঃ নং ৪৬, দাগ- ৪০ পরিমাণ ,০২৪৭

: বিজ্ঞপ্তি:-

আমার মক্কেল অঞ্জুশ্রী চন্দ্র, স্বামী-স্বর্গীয় নীরেন্দ্র কুমার চন্দ্র, Address-Abhilash CHS Plot No-25, Sector-17, Flat No-203, P.O-Koparkhairane So, P.S-Thane, Maharashtra, Pin-400709, জয়শ্রী ঘোষ, স্বামী-প্রদ্যোৎ ঘোষ, Address-11A, MN Sen Lane, P.O & P.S-Regent Park, Circus Avenue, Kolkata, Dist-South 24 Pgs, West Bengal, 700040, কেয়া দে, স্বামী-সুব্রত দে, Address-B17, Sector-8 Haldia (M), P.O-Haldia Township, P.S-Haldia, Purba Medinipur, Pin-721607 গত ইং ১৮-০৩-২০২০ তারিখে সম্পাদিত ও D.S.R. Purba Medinipur Office এ ৩৪ নং রেঃকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রী সুব্রত দাস, পিতা-স্বর্গীয় সীতাংশু ভূষন দাস, সাকিন ও পোঃ-রাধাবল্লভপুর, থানা-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬২৭ কে আমমোক্তার হিসাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং উক্ত আমমোক্তার দলিল মূলে গত ইং-০১/১০/২০২৬ তারিখে সম্পাদিত ও তমলুক এ.ডি.এস.আর সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে যথাক্রমে ৬২৬২, ৬২৬৩ ও ৬২৬৪ নং রেঃকৃত বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা শ্রী স্বপন কুইল্যা, শ্রী রাজেশ মিত্র ও শ্রী বিশ্বনাথ খাটুয়া দীং কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত ভূমি বিক্রয় আদি করিয়াছেন। তাহাতে আমার মক্কেলের কোন আপত্তি আদি নাই। তাহা সর্ব সাধারনের অবগতির জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তী দ্বারা জানানো হইতেছে। -: তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি:- জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, থানা-তমলুক জে.এল. নং ১৩৭, মৌজা-রাধাবল্লভপুর, আর.এস. ৯৮, ১৮১ ও ১৫৫ নং খতিয়ান, এল.আর. ২৪৩ নং খতিয়ান, পিন নং-৭২১৬২৭, আর.এস. ও এল.আর. ৪২১, ৪২১/৬৯৫, ৪২১/৬৯৬ ও ৪২১/৭২৯ দাগে সম্পত্তি মোঃ ০.২৭৮ ডেসিমল।

Sd/- Siddhartha Jana (Advocate)
Enrl No. WB/1239/2007

: বিজ্ঞপ্তি:-

আমার মক্কেল শ্রী কৌশিক চন্দ্র, পিতা-শ্রী শ্যামল চন্দ্র, সাকিন-হাট বাউড়িয়া, পোঃ ও থানা-বাউড়িয়া, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১৩০৫, শ্রীমতী নবনিতা চাকী, স্বামী-শ্রী নির্মাল্য কুমার চাকী, সাকিন-সুভাষ নগর, পোঃ-আদ্রা, থানা-আদ্রা, জেলা-পুরুলিয়া, পিন-৭২৩১২১ এর নির্দেশক্রমে তাহাদের ইং-০৫-০২-২০১০ তারিখে সম্পাদিত ও এ.ডি.এস.আর. উলুবেড়িয়া অফিসে ২৩ নং রেঃকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে তাহাদের পিতা অর্থাৎ শ্যামল চন্দ্র পিতা-স্বর্গীয় বীরেন চন্দ্র, সাকিন-হাট বাউড়িয়া, পোঃ ও থানা-বাউড়িয়া, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১৩০৫ কে আমমোক্তার হিসাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং উক্ত আমমোক্তার দলিল মূলে গত ইং-২৮/১০/২০২৬ তারিখে সম্পাদিত ও তমলুক এ.ডি.এস.আর সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ৬৭১৭ ও ৬৭১৮ নং রেঃকৃত বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা শ্রী বিশ্বনাথ খাটুয়া দীং ও শ্রী স্বপন কুইল্যা কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত ভূমি বিক্রয় করিয়াছেন। তাহাতে আমার মক্কেলের কোন আপত্তি আদি নাই। তাহা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো হইতেছে। -: তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি:- জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, থানা-তমলুক জে.এল. নং ১৩৭, মৌজা-রাধাবল্লভপুর, আর.এস. ৯৮, ১৮১ ও ১৫৫ নং খতিয়ান, এল.আর. ২৪৩ নং খতিয়ান, পিন নং-৭২১৬২৭, আর.এস. ও এল.আর. ৪২১, ৪২১/৬৯৫, ৪২১/৬৯৬ ও ৪২১/৭২৯ দাগে সম্পত্তি মোঃ ২.৩৪৪ ডেসিমল।

Sd/- Siddhartha Jana (Advocate)
Enrl No. WB/1239/2007

: বিজ্ঞপ্তি:-

আমার মক্কেল শ্রী অজয় কুমার দাস, শ্রী মৃত্যুঞ্জয় দাস, শ্রী কৃষ্ণেন্দু দাস, সকলের পিতা-স্বর্গীয় প্রমথনাথ দাস, সর্ব্ব সাং ও পোঃ-রাধাবল্লভপুর, থানা-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬২৭ এর নির্দেশক্রমে তাহাদের ইং তাং ০৮-০৯-১৯৯৫ তারিখে সম্পাদিত ও এ.ডি.এস. আর. তমলুক সাব রেজিস্ট্রী অফিসের ৪১নং রেঃকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে তাহাদের ভ্রাতা অর্থাৎ শ্রী সঞ্জয় কুমার দাস, পিতা-স্বর্গীয় প্রমথনাথ দাস, সাং ও পোঃ-রাধাবল্লভপুর, থানা-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬২৭ কে আমমোক্তার নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং উক্ত আমমোক্তার দলিল মূলে গত ইং-২৮/১০/২০২৬ তারিখে সম্পাদিত ও তমলুক এ.ডি.এস.আর সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ৬৭১৭ ও ৬৭১৮ নং রেঃকৃত বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা শ্রী বিশ্বনাথ খাটুয়া দীং ও শ্রী স্বপন কুইল্যা কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত ভূমি বিক্রয় করিয়াছেন। তাহাতে আমার মক্কেলের কোন আপত্তি আদি নাই। তাহা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো হইতেছে। -: তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি:- জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, থানা-তমলুক জে.এল. নং ১৩৭, মৌজা-রাধাবল্লভপুর, আর.এস. ৯৮, ১৮১ ও ১৫৫ নং খতিয়ান, এল.আর. ২৪৩ নং খতিয়ান, পিন নং-৭২১৬২৭, আর.এস. ও এল.আর. ৪২১, ৪২১/৬৯৫, ৪২১/৬৯৬ ও ৪২১/৭২৯ দাগে সম্পত্তি মোঃ ২.৩৪৪ ডেসিমল।

Sd/- Siddhartha Jana (Advocate)
Enrl No. WB/1239/2007

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল সুচিত্রা কার্তিক সরকার স্বামী কার্তিক সরকার সাং পারলালপুর, পোঃ দেওনাপুর, থানা-বৈষ্ণব নগর জেলা- মালদা, ১৪৬৬১/২২-১১-২০১৮ দলিল বরাবর আমমোক্তার ব্রজলাল সরকার পিতা- রামকৃষ্ণ সরকার সাং বানজেটিয়া, থানা বহরমপুর মুর্শিদাবাদ,.০৩২৮ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ব হন, উক্ত ব্যক্তির নামে কোন আপত্তি থাকিলে ১ মাসের মধ্যে সদর বি এল অ্যান্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করুন। মৌজা- বানজেটিয়া-১০৫ খঃ নং ৩০০৭ দাগ নং ৫০৭ পরিমাণ ০.০৩২৮ একর।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল দুয় ১। সুভ্রা মিস্ত্রি স্বামী সিদ্ধার্থ মিস্ত্রি ২। সিদ্ধার্থ মিস্ত্রি পিতা রঞ্জিত মিস্ত্রি সাং গোয়ালজান, পোঃ রাধারঘাট, থানা বহরমপুর মুর্শিদাবাদ, ২৪৭৬/২০১৩ ADSR দলিল বরাবর ,০২৪৭ একর সম্পত্তি Power of Attoney Holder অজয় কুমার মন্ডল পিতা মৃত কৃষ্ণ কুমার মণ্ডল, সাং- বিষ্ণুপুর, থানা বহরমপুর মুর্শিদাবাদ উক্ত ব্যক্তির নামে কোন আপত্তি থাকিলে ১ মাসের মধ্যে সদর B. L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন। মৌজা- বিষ্ণুপুর- ৯৩ খঃ নং ৪৬, দাগ- ৪০ পরিমাণ ,০২৪৭

NOTICE

"Notice is given to all that Kanika Koley is the present owner of land measuring 1 Decimals in Mouza – Krishnapur, J.L. No. 100, R.S. Dag No. 22, R.S. Khatian No.648 and 979, corresponding to L.R. Dag No. 23, under L.R. Khatian No.363/1, present L.R. Khatian No. 4799, P.S. Chanditala, within Garalgachha Gram Panchayat, in District – Hooghly. The Deed being No. 5123 of 1993 is lost / misplaced from the owners, General Diary was lodged with Chanditala Police Station, vide G.D.E. No. 2032 dated 26-11-2026. Any person having any objection/claim in the above property please contact the undersigned within 10 days strictly as advised. Biman Kumar Das & Associates Advocates1 2/2, Old Post Office Street, Kolkata – 700 001. Ph. 033-4003-8952 M : 9830238836"

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী অভয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়**, পিতা ৺তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকিম সিমলা, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয় বিগত ইং ১৩/০২/২০১৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **IV-00021/2017** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী স্বপন মন্ডল**, পিতা মনোরঞ্জন মন্ডল, সাকিম মহেশপুর, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ১৩/০৪/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-01142/2021** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী রূপা দত্ত**, পিতা ৺স্বপন সরকার, সাকিম সুকান্তনগর, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়াকে **০২ কাঠা** সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত রূপা দত্ত মহাশয়া তাহার খরিদা উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই **তপশীল**-জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা সিমলা, ১৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩৮ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৩১ তথা হাল এল.আর. ৪৬ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ১.৩৮ একর মধ্যে **২ কাঠা** তন্মধ্যে **১ কাঠা** সম্পত্তি বিগত ইং ২৯/০৭/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-04070/2022** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী পিন্টু মজুমদার**, পিতা চিত্ত মজুমদার, সাকিম কুলিহান্ডা, সুকান্তনগর, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়কে বিক্রয় করেন এবং বর্তমান ক্রেতা **শ্রী পিন্টু মজুমদার**, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী,8145852335

আমি শান্তনু ঘোষ, পিতা - পাঁচুগোপাল ঘোষ ও কৌস্তভ কান্তি রায়, পিতা-কুন্ডু কুমার রায় 7121/2025 ও 5735, 5736/2024 (ADSR Diamond Harbour) এই কোবলা দলিল মূলে আমমোক্তানামা হলো, I-1253/2024(ADSR Diamond Harbour) থানা-ডায়মন্ড হারবার, মৌজা - ধনবেড়িয়া, জে.এল.-143 বর্তমান খতিয়ান-1155, 1591, দাগ-1446, দাতাদের নাম - চিত্তরঞ্জন মন্ডল ও প্রনব রঞ্জন মন্ডল, সর্ব পিতা-ঁঅমূল্য চন্দ্র মন্ডল, আমমোক্তা নামা-বকুল হালদার পিতা-ঁবিধুভূষণ হালদার। জমি ক্রয় করিয়া নামপত্তনের আবেদন করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতাগণের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O. ডায়মন্ড হারবার-1 নং নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য হইবে।

শান্তনু ঘোষ ও কৌস্তভ কান্তি রায় **9733838571/ 8695820350**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)নিলুফার বেগম, ২)ফিরোজা বেগম,** উভয়ের পিতা মরহুম মহঃ হাসানুজ্জামান, উভয়ের সাকিম কুলিপাড়া, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ২৫/০৯/২০২৩ তারিখে এ.আর.এ.-১, কলকাতা, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 190108021/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সন্দীপ চক্রবর্ত্তী**, পিতা ৺শতদল চক্রবর্ত্তী, সাকিম কাপাসডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল **তপশীল**-জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা নলডাঙ্গা, জে.এল. নং ০৬, হাল এল. আর ২৫৫ ও ৬৩৪ নং খতিয়ান হইতে, **শ্রী সুদীপ্ত বাগ**, পিতা গৌর বাগ, সাকিম দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **১) I-10439/2025** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিগত ইং ০৬/০৮/২০২৫ তারিখে আর.এস. ৬৮৫ তথা হাল এল. আর ১০০২ নং দাগে বাস্তু জমি **১৮০ বর্গফুট** এবং **২) I-10777/2025** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিগত ইং ১২/০৮/২০২৫ তারিখে আর.এস. ৬৮৫ তথা হাল এল. আর ১০০২ নং দাগে বাস্তু সম্পত্তি **০১ ছটাক** ও আর.এস. ৬৮৪ তথা হাল এল. আর ১০০৩ নং দাগে বাস্তু জমি **০৭ ছটাক,** একুনে দুইটি দাগে মোট **০৮ ছটাক** সম্পত্তি, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **(১৮০ বর্গফুট + ০৮ ছটাক)** সম্পত্তি বিক্রয় করেন এবং বর্তমান ক্রেতা **শ্রী সুদীপ্ত বাগ**, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **মগরা-চুঁচুড়া ব্লক** অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী,8145852335

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন

সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র

সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ-৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,

সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,

প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,

নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,

অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,

শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

গঙ্গার দূষণ রুখতে ময়দানে মন্ত্রী উমেশ রাই, হাওড়ায় জলযান ও ড্রোনে খতিয়ে দেখলেন নিকাশি ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: গঙ্গার জলকে দূষণমুক্ত করতে এবং চলমান পরিকাঠামোগত কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাট থেকে বিশেষ জলযানে নদীপথ পরিদর্শন করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন এবং সংসদীয় বিষয়ক দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। শনিবার 'স্টেট মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা'-র পদস্থ আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে প্রায় চার থেকে ছয় ঘণ্টা ধরে গঙ্গার বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন তিনি। নদীতে কোথা থেকে এবং কীভাবে দূষিত জল মিশছে, তা নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করতে এদিন ড্রোন ক্যামেরারও সাহায্য নেওয়া হয়। এদিনের পরিদর্শন শেষে প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই জানান, রাজ্যের বিভিন্ন শহর এবং শিল্পাঞ্চলের দূষিত জল সরাসরি গঙ্গায় এসে পড়ছে, যা নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ও স্বচ্ছতা নষ্ট করছে। গঙ্গার তীরবর্তী শহরগুলির মানুষ এই জল পরিশোধন করে পান করেন, তাই গঙ্গাকে বাঁচানো অত্যন্ত জরুরি। নদী দূষণ রোধে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যো

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর ২০২৬, ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, রবিবার

পাটের কালোবাজারি রুখতে কড়া হাতে নামছে রাজ্য, ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে অতিরিক্ত মজুত ছাড়ার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের চটকল শ্রমিকদের রুটিরুজি বাঁচাতে এবং বাজারে কাঁচা পাটের জোগান স্বাভাবিক রাখতে শনিবার বড়সড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য শ্রমদপ্তর। কেন্দ্রীয় জুট কমিশনারের জারি করা পাট মজুত বা স্টক নিয়ন্ত্রণের নতুন নির্দেশিকাকে স্বাগত জানিয়ে রাজ্যের 'অসাধু ব্যবসায়ীদের' কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। তাঁর স্পষ্ট কথা, কৃত্রিম সংকট তৈরি করে পাটের দাম বাড়ানোর চেষ্টা করলে রাজ্য সরকার তা কোনোভাবেই বরদাস্ত করবে না। এই নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ব্যবসায়ী ও বেলারদের হাতে থাকা অতিরিক্ত পাট আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যেই খোলা বাজারে ছেড়ে দিতে হবে। তবে জুটমিল বা উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি তাদের কাজের সুবিধার জন্য আগামী ৯০ দিনের চাহিদার সমপরিমাণ পাট মজুত রাখতে পারবে। তবে সর্বত্র এই নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, তা দেখতে জুট কমিশনারের দপ্তরের সঙ্গে একসঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তর নিয়মিত যৌথ অভিযান চালাবে বলে শনিবার জানান শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। গতবছর পাটের ফলন কম থাকায় বাজারে পাটের ঘাটতি ছিল। কিন্তু এবছর ছবিটা একেবারেই আলাদা। চলতি বছরে সরকারি হিসেব বলছে, এই মরশুমে প্রায় ৯২ লক্ষ বেল পাট উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে, যা চটকলগুলির চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট হবে। তা সত্ত্বেও একশ্রেণির ফড়ে ও মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ী লড়াই বেশি লাভের আশায় অবৈধভাবে পাট মজুত করে রেখে বাজারে জোগান কমিয়ে দিচ্ছে। এতে কাঁচামালের অভাবে চটকলগুলোর উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। এই বিষয়ে সরকারের কড়া অবস্থান জানিয়ে শ্রমমন্ত্রী বলেন, গত বছরের তুলনায় এবছর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। এবছর আনুমানিক ৯২ লক্ষ বেল পাট উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে, যা শিল্পের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট। শিল্পে কর্মসংস্থানকে বিপন্ন করে কৃত্রিমভাবে পাটের সংকট তৈরি করা কিংবা ফাটকাবাজির মাধ্যমে দাম বাড়ানোর কোনও যুক্তি নেই।

তবে শ্রমদপ্তর এবং জুট কমিশনারের দপ্তর ইতিমধ্যেই



যৌথভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। তবে অভিযানের নামে প্রকৃত চাষিরা যাতে কোনোভাবেই হেনস্তার শিকার না হন, সেদিকেও নজর রাখার নির্দেশ দেন মন্ত্রী। চাষিরা যাতে তাঁদের ফসলের সঠিক দাম পান, তা নিশ্চিত করেই অসাধু ব্যবসায়ীদের শায়েস্তা করার কথা জানান তিনি। এইক্ষেত্রে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, অবৈধ মজুতদারি এবং স্টক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কার্যকরভাবে এই নির্দেশিকা বাস্তবায়নের জন্য পাট কমিশনারের দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারি দপ্তরগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় রেখে কাজ করা হবে। যদিও পাটের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয় নিয়েও কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী। তাঁর মতে, স্টক নিয়ন্ত্রণ করার এই নির্দেশিকা বাজারে ঠিকমতো কার্যকর হওয়ার পরই কাঁচা পাটের যুক্তিসঙ্গত দাম বেঁধে দেওয়া উচিত। এতে পাটশিল্পের ওপর নির্ভরশীল হাজার হাজার শ্রমিকের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে বলেই মনে করিয়ে দিয়ে মন্ত্রী বলেন, শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সুরক্ষাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ফাটকাবাজির কার্যকলাপের কারণে বাংলার পাটকলগুলির স্বাভাবিক কাজকর্ম বিপন্ন হবে আর রাজ্য সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে, তা কখনওই হতে পারে না। একদিকে চাষিরা যাতে ন্যায্য পাওনা পায়, পাশাপাশি চটকলগুলির জন্য পর্যাপ্ত কাঁচামাল যাতে সহজলভ্য থাকে এবং শ্রমিকদের কাজ যাতে বজায় থাকে, এই তিন লক্ষ্য নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারকেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে বলেই শনিবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং।

আদালতের নির্দেশে এসআরএফটিআইয়ে অবৈধ অবস্থান তুলে দিতে অভিযান, পুলিশের সঙ্গে পড়ুয়াদের সংঘাত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে (এসআরএফটিআই) এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা পড়ুয়াদের অবস্থান বিক্ষোভ সরাতে আদালতের নির্দেশ কার্যকর করল পুলিশ। শনিবার ভোরে কলকাতা পুলিশের বিশাল বাহিনী ক্যাম্পাসে ঢুকে আন্দোলনকারীদের তৈরি অস্থায়ী মঞ্চ এবং সেখানে রাখা সামগ্রী সরিয়ে দেয়। এই বিষয়ে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, তাদের ক্যাম্পাসে বেআইনিভাবে তৈরি কাঠামো ও অবস্থান তুলে দেওয়ার জন্যই আদালতের হস্তক্ষেপে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। শনিবার সকাল ৬টা নাগাদ তিনশোরও বেশি পুলিশকর্মী ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন বলে অবস্থানকারীদের দাবি। তাঁদের আরও অভিযোগ, পুলিশের তত্ত্বাবধানে চেয়ার, টেবিল-সহ বিক্ষোভ মঞ্চের যাবতীয় সামগ্রী দু'টি ছোট পণ্যবাহী গাড়িতে তুলে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। এই কাজে বাধা দিতে গেলে পুলিশ ও পড়ুয়াদের মধ্যে ধস্তাধস্তি বাধে। পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ, এই অভিযানের সময় কয়েক জনকে মারধর করা হয়। এছাড়াও ছাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও টানাহেঁচড়ার



অভিযোগও ওঠে। এই ঘটনার ছবি তুলতে গেলে মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয় বলে দাবি তাঁদের। এক আন্দোলনকারীর কথায়, কোনও প্ররোচনা ছাড়াই আমাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। ফোনও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। যদিও এই প্রসঙ্গে কর্তৃপক্ষের স্পষ্ট বক্তব্য, এই আন্দোলনের নামে ক্যাম্পাসে একাধিক অনিয়ম চলছিল। তাঁদের অভিযোগ, বহিরাগতদের ঢুকিয়ে শিক্ষক ও কর্মীদের ভয় দেখানো, আগুন জ্বালানো, গভীর রাত পর্যন্ত উচ্চস্বরে গানবাজনা এবং মাদক ও মদ্যপানের মতো ঘটনা ঘটেছে। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে পড়ুয়াদের একাংশের এই বেআইনি অবস্থানের জেরেই আদালতের নির্দেশ মেনে কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায় মঞ্চ সরিয়ে দেওয়া হয়। গত ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে পড়ুয়া ও কর্তৃপক্ষের সংঘাতের জেরে ইনস্টিটিউটে পঠনপাঠন ব্যাহত হয়ে আছে। এই পরিস্থিতিকে সামাল দিতে আগামী ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্লাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। পাঁচজন পড়ুয়াকে বহিষ্কার করার নির্দেশ আপাতত স্থগিত থাকলেও, সেই বিরোধ এখনও মেটেনি। যদিও আদালতের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী অবৈধ অবস্থান তুলে দেওয়ার অভিযানকে কেন্দ্র করে শনিবারের ঘটনা সেই সংঘাতকে আরও তীব্র করল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

১ ডিসেম্বর থেকে ২৫ দিনের জনসংযোগ কর্মসূচিতে জনসাধারণের দুয়ারে যাবেন কর্মীরা: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী পয়লা ডিসেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশজুড়ে টানা ২৫ দিনের এক বিশেষ সাংগঠনিক ও জনসংযোগ কর্মসূচিতে নামছে রাজ্য বিজেপি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন বা 'সুশাসন দিবস'-এ এই কর্মসূচির সমাপ্তি হবে। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই কর্মসূচির বিস্তারিত রূপরেখা তুলে ধরেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি জানান, ১ ডিসেম্বর একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। দেশের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে একসঙ্গে এই কর্মসূচি চলবে। এই ২৫ দিন দলের কর্মীরা নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য বিধানসভা বা বুথ এলাকায় গিয়ে স্থানীয় কোনো দলীয় কর্মীর বাড়িতে রাত্রিবাস করবেন এবং সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনবেন।

এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, গত ছয়-সাত মাসে রাজ্য সরকার যে সমস্ত জনমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে, তাতে কতজন মানুষ উপকৃত হয়েছেন, কোথাও প্রশাসনিক



কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষ কেন সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, সেই প্রসঙ্গে তিনি জানান, অনেক জায়গায় তথ্যের অভাবে বা নিয়মকানুন না জানার কারণে মানুষ সরকারি প্রকল্পের ফর্ম পূরণ করতে পারেননি। আমাদের কার্যকর্তারা তাঁদের কাছে পৌঁছে যাবেন, যাতে সরকারি প্রকল্পগুলো নিখুঁতভাবে মানুষের কাছে পৌঁছয়।

রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পর বাস্তবায়ন নিয়েও এদিন সরব হন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। শমীক আরও স্পষ্ট করে দেন, এই কর্মসূচি সরকারের ওপর নজরদারি করার জন্য নয়, বরং সরকারের কাজকে আরও সহজ করতে এবং সাধারণ মানুষের মতামত বা ফিডব্যাক নিতেই এই উদ্যোগ।

আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে এই কর্মসূচিতে কোনো মন্ত্রী বা সাংসদকে অন্যত্র পাঠানো হচ্ছে না বলে জানান শমীক ভট্টাচার্য। তবে প্রত্যেক সাংসদ ও বিধায়ক নিজ নিজ এলাকার কার্যালয়ে বসে সাধারণ মানুষের কথা শুনবেন। বিধানসভা স্তর থেকে শুরু করে দলের বিভিন্ন মোর্চার কার্যকর্তারা বুথ স্তর পর্যন্ত এই ২৫ দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করবেন। এছাড়াও কর্মসূচি চলাকালীন আগামী ২৭ ডিসেম্বর (বা নির্ধারিত দিনে) প্রতিটি বুথে বুথ সভাপতির নেতৃত্বে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান শোনার বিশেষ আয়োজন করা হবে। সেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করবেন দলীয় কর্মীরা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে সংবিধান ও সরকারি প্রকল্পের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই দলের প্রধান লক্ষ্য বলে জানান শমীক ভট্টাচার্য।

নজরুলের শেষ ঠিকানাকে স্মৃতিসৌধের রূপ দিতে চান নাতনি, ফ্ল্যাট কেনার আর্জি পুরসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিবিজড়িত কলকাতার শেষ বাসস্থানটি পরিবারের হাতে ফিরিয়ে আনতে চান তাঁর নাতনি মিষ্টি কাজী। সিআইটি রোডের ৫এ ক্রিস্টোফার রোডের ফ্ল্যাটটি ক্রয় করে সেখানে কবির ব্যবহৃত জিনিসপত্র সংরক্ষণ এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চাকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছেন তিনি। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই শনিবার কলকাতা পুরনিগমের পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের সঙ্গে দেখা করে ফ্ল্যাটটি কেনার ইচ্ছার কথা জানান তিনি। প্রায় ৭০০ বর্গফুটের ওই ফ্ল্যাটটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে নজরুল পরিবারের বহু স্মৃতি। কবি তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে সেখানে থাকতেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর পুত্র কাজী সব্যসাচীও পরিবার নিয়ে ওই বাড়িতে বসবাস করেছেন। মিষ্টি কাজীর শৈশবও কেটেছে এই ফ্ল্যাটে। এই প্রসঙ্গে মিষ্টি বলেন, ভারতে দাদুর শেষ ঠিকানা ছিল সিআইটি রোডের এই ফ্ল্যাট। ছোটবেলায় আমরা এখানেই বড় হয়েছি। তখন বুঝতে পারিনি, কাজী নজরুল ইসলাম ও কাজী সব্যসাচী কত বড় মাপের মানুষ। পরে তাঁদের অবদান বুঝেছি। যদিও কেন এই ফ্ল্যাটটি পরিবারের হাতে ফিরিয়ে আনতে চাইছেন, তার ব্যাখ্যাও দেন



নজরুলের নাতনি। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী, বাড়িটির একটি ঘরে কবির ব্যবহৃত আসবাবপত্র ও স্মৃতিচিহ্ন সাজিয়ে রাখা হবে। অন্য ঘরটি ব্যবহার করবেন সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যচর্চার কাজের জন্য। নিজের থাকার ব্যবস্থাও ওই বাড়িতেই করতে চান তিনি। প্রতি বছর কবির স্মরণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার ইচ্ছা আছে তাঁর পরিবারের। এই বিষয়ে মিষ্টি আরও বলেন, এই বাড়িতে কিছু করার স্বপ্ন ছিল আমার বাবা কাজী সব্যসাচীর। সেই স্বপ্ন পূরণ করতেই আমরা ফ্ল্যাটটি কিনতে চাইছি। ওই বাড়ি থেকেই নজরুলের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয়েছিল। পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমানও ওই ফ্ল্যাটে এসে কবিকে বাংলাদেশে নিয়ে যান। পরে তাঁকে বাংলাদেশে থাকার জন্য বাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

শীতের পারদ নামছে, নজর এখন বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্তে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে শীতের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রাতের তাপমাত্রা নেমেছে ১৭ ডিগ্রির ঘরে। দিনের তাপমাত্রাও ক্রমাগত কমছে। আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রার পারদ আরও নামতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে বঙ্গোপসাগরে পর পর কয়েকটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় শীতের স্থায়িত্ব নিয়ে বিশেষ নজর রাখছেন আবহবিদরা। এই বিষয়ে আলিপুর হাওয়া অফিসের দেওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও সংলগ্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই একটি ঘূর্ণাবর্ত আছে। আগামী ২৯ নভেম্বর দক্ষিণ আন্দামান সাগরের উপর আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে পারে। সেই ঘূর্ণাবর্ত নিজের শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপে পরিণত হলে তার প্রভাব রাজ্যের আবহাওয়াতেও পড়তে পারে। সেই ক্ষেত্রে উত্তুরে হাওয়ার প্রবেশ বাধা পাবে এবং তাপমাত্রা



ফের বাড়ার আশঙ্কা করছেন আবহাওয়াবিদরা। তবে এখনই বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা দেখছে না আবহাওয়া দপ্তর। আগামী কয়েক দিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আকাশ পরিষ্কার থাকবে। দক্ষিণের মতোই উত্তরবঙ্গেও আপাতত বৃষ্টির কোনো পূর্বাভাস নেই। বরং রাতের তাপমাত্রা আরও কমতে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলিতেও শীতের অনুভূতি বাড়বে বলেই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। শনিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.৯ ডিগ্রি। ভোর ও রাতের দিকে ঠান্ডা বেশি অনুভূত হবে। দিনের বেলায় আকাশ পরিষ্কার থাকলেও উত্তুরে হাওয়ার প্রভাবে শীতের আমেজ বজায় থাকবে। তবে আবহবিদদের মতে, উত্তর ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে বলেই বাংলায় তাপমাত্রা কমছে। আপাতত সেই হাওয়ার প্রভাব কত দিন বজায় থাকে, তার উপরই নির্ভর করছে শীতের প্রভাব রাজ্যে কতটা পড়বে।

রবীন্দ্রনাথ-যামিনীর ছবিও নকল? বাংলা অ্যাকাডেমিতে দুর্নীতির প্রাথমিক প্রমাণ, তদন্তে বিশেষজ্ঞ দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং যামিনী রায়ের মতো শিল্পীদের আঁকা ছবি সংরক্ষণ করা নিয়েই উঠল এবার গুরুতর প্রশ্ন। শুধু রক্ষণাবেক্ষণ করার গাফিলতি নয়, বাংলা অ্যাকাডেমির সংগ্রহে থাকা কয়েকটি ছবি আদৌ আসল কি না, তা নিয়েও সন্দেহ তৈরি হয়েছে। ছবির দেখভাল করার জন্য বরাদ্দ অর্থের হিসাব থেকে পুরস্কার প্রদান ও বই প্রকাশ, এইসব একাধিক ক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়ম থাকার অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্তে নামল রাজ্য সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি দমন কমিশন। শুক্রবার কলকাতার বাংলা অ্যাকাডেমিতে যান কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বাধীন কমিশনের সদস্যেরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন শিল্পকর্মের মান যাচাই করার বিশেষজ্ঞরাও। অ্যাকাডেমির বিভিন্ন নথি পরীক্ষা করার পাশাপাশি সংরক্ষিত ছবিগুলির বর্তমান অবস্থাও খতিয়ে দেখা হয়। যদিও এই বিষয়ে অভিযোগ উঠছে, বাংলা অ্যাকাডেমি ও চারুকলা ভবনে কয়েকশো দুষ্প্রাপ্য ছবি থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে সেগুলির যথাযথ পরিচর্যা করা হয়নি। অথচ শিল্পকর্মের সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য নির্দিষ্ট কমিটি গঠন করে প্রতি বছর অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। তাহলে সেই টাকা কোথায় এবং কী ভাবে খরচ হল, তা নিয়েই তদন্তকারীরা প্রশ্ন তোলেন। এদিন পরিদর্শনের পরে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু বলেন, যামিনী রায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিগুলির সংরক্ষণের অবস্থা খুবই খারাপ। যে ছবিগুলি রয়েছে, সেগুলি আসল কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। আমরা বিষয়গুলি খতিয়ে দেখছি। তবে তদন্তের গন্ডি অবশ্য শুধু ছবির সংগ্রহ নিয়েই সীমাবদ্ধ নয়। অ্যাকাডেমির বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়া এবং বই প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও যে অনিয়মের অভিযোগ জমা পড়েছে। কারা এই সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তা জানতেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ডাকা হতে পারে বলে জানান এই কমিশনের প্রধান। তিনি বলেন, বিভিন্ন সময়ে পুরস্কার দেওয়া নিয়েও অভিযোগ রয়েছে। যাঁদের নাম সামনে আসবে, তাঁদের প্রত্যেককে ডাকা হবে। প্রাথমিক ভাবে দুর্নীতির প্রমাণ মিলেছে। তবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠানের সম্পদ এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ে এমন অভিযোগ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছে। বিশেষত, রবীন্দ্রনাথ ও যামিনী রায়ের মতো শিল্পীদের ছবির সত্যতা নিয়েই যখন সংশয় দেখা দিচ্ছে, তখন এই তদন্তে কী তথ্য উঠে আসে, সেদিকে নজর রাখছে রাজ্যের সাংস্কৃতিক মহল।

নির্মীয়মাণ তৃণমূল ভবনে পুলিশের তালা, রাতেই হাজির কুণাল-বৈশ্বানর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরের বিবাদ এবার প্রকাশ্যে এল দলের তপসিয়ার পুরনো কার্যালয়কে কেন্দ্র করে। শুক্রবার ওই নির্মীয়মাণ ওই ভবনটি সিল করে দেয় পুলিশ। বাইপাসের দিক থেকে ঢোকার রাস্তাতেও ব্যারিকেড বসিয়ে দেওয়া হয়। এই খবর পেয়ে রাতেই সেখানে পৌঁছন উত্তর কলকাতার জেলা সভাপতি কুণাল ঘোষ এবং দক্ষিণ কলকাতার জেলা সভাপতি বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। এই বিষয় নিয়ে কালীঘাট তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গেও উপস্থিত পুলিশ অধিকারিকদের কথা হয়। আপাতত ওই ভবনে কাউকে না বসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তৃণমূল সূত্রের খবর। বর্তমানে দলের পুরনো কার্যালয়ে এখন নির্মাণ কাজ চলছে। সেই কারণে দলীয় কাজকর্ম করার জন্য তৃণমূলকে মেট্রোপলিটনের একটি নতুন ভবনে সরতে হয়েছিল। যদিও সেই কার্যালয় এখন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের নিয়ন্ত্রণে আছে বলেই দলীয় সূত্রে দাবি। এই পরিস্থিতিতে তপসিয়ার পুরনো ভবনটি ফের ব্যবহারের দাবি উঠতে শুরু করে। গত কয়েক দিন ধরেই কালীঘাট তৃণমূলের একাংশ, মহিলা তৃণমূল এবং দলের তথ্যপ্রযুক্তি শাখার সদস্যেরা সামাজিক মাধ্যমে পুরনো ভবনে নিয়মিত বসার পক্ষে পোস্ট করছিলেন। সেখানে দলের নেতাকর্মীদের যাওয়ার আবেদনও জানানো হয়। এই ভবনের নীচে বৈঠকও করেন তাঁরা। তারপরেই শুক্রবার সেখানে পুলিশ পৌঁছে ভবনটি সিল করে দেয়। এইক্ষেত্রে পুলিশের বক্তব্য, বাড়িটির নির্মাণকাজ এখনও শেষ হয়নি।



নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণ খুঁজতে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা অভিযান চালালেন পোস্তা পাইকারি বাজারে। ছবি: অদিতি সাহা

বিরল রোগে আক্রান্ত হালিশহরের অদৃজা ও ঈশানকে অর্থ সাহায্য ব্যবসায়ী রামা শঙ্কর গিরির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিরল রোগে আক্রান্ত হালিশহর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষনগরের বাসিন্দা অদৃজা এবং ঈশান। দুই শিশুর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন দেড় কোটি টাকা। অদৃজা বাড়িতে থাকলেও, ঈশান কিন্তু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে বিরল রোগে আক্রান্ত হালিশহরের দুই খুদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস। বুধবার রাতে তাঁর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'রামধনু'র তরফে চিকিৎসার প্রাথমিক খরচ বাবদ পরিবারের হাতে এক লক্ষ টাকার চেক তুলে দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি সামাজিক মাধ্যমে আর্থিক সহায়তার আবেদনও করেছেন। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ী রামা শঙ্কর গিরি শনিবার দুপুরে অদৃজা-ঈশানের বাবার হাতে নগদ এক লক্ষ টাকা তুলে দিলেন। ব্যবসায়ী রামা শঙ্কর গিরি জানান, সামাজিক মাধ্যমে তিনি বিষয়টি দেখেছেন। বাচ্চা দু'টোর চিকিৎসার জন্য তিনি সাধ্যমতো আর্থিক সহযোগিতা করলেন। তবে তিনি ওই অসহায় পরিবারের পাশে থাকবেন। দুটো বাচ্চার প্রাণ বাঁচানোর জন্য বীজপুরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসার বার্তা দিলেন রামা শঙ্কর গিরি। অপরদিকে অদৃজা-ঈশানের বাবা চিরঞ্জিত দাস বলেন, বীজপুরের বিধায়ক তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। উনি সামাজিক মাধ্যমে আর্থিক সহায়তার বার্তাও দিয়েছেন। চিরঞ্জিতের কথায়, ছোট-বড় যেকোনও আর্থিক সহযোগিতায় তাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। এদিন ব্যবসায়ী রামা শঙ্কর গিরি বাচ্চাদের চিকিৎসার জন্য তাঁকে এক লক্ষ টাকা দিয়েছেন।

সমাবর্তনের পোশাকে বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পড়ুয়ারা কী পোশাক পরবেন, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপরই ছেড়ে দিল রাজ্য সরকার। শুক্রবার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রাজ্য সরকার এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তই জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে না।

সম্প্রতি পোশাক বিতর্ক নিয়ে সরকারের স্পষ্ট অবস্থান এদিন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, ইউজিসি এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যে নিয়মবিধি ও দর্শন, তা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে জানানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বাধীনভাবে চলে। এবার তাদের সেনেট বা সিন্ডিকেট নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত নেবে। এই ঘটনার সূত্রপাত গত সপ্তাহে। উত্তরবঙ্গের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সমাবর্তনে ব্রিটিশ আমলের কালো গাউন ও টুপি বদলে দেশীয় পোশাক পরার পক্ষে সওয়াল করেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী। এরপরই গত ২৩ নভেম্বর রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের কাছে একটি চিঠি পাঠায় উচ্চশিক্ষা দপ্তর। ইউজিসি-র পুরনো নির্দেশিকার কথা মনে করিয়ে দিয়ে সেই চিঠিতে হস্তচালিত তাঁতের কাপড়, দেশীয় পোশাক এবং উত্তরীয় ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়।

এরপর শিক্ষা দপ্তরের এই চিঠি পৌঁছনোর পরই রাজ্যের শিক্ষামহলে শুরু হয় জোর চর্চা। ইতিমধ্যেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট বৈঠকে ঠিক হয়, এবারের সমাবর্তনে ছাত্ররা সাদা পাঞ্জাবি-ধুতি বা পায়জামা এবং ছাত্রীরা লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে ডিগ্রি নেবেন। তবে এই বিষয়ে জট তৈরি হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে। যাদবপুরের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী গেরুয়া বা সাদা-গেরুয়া উত্তরীয় ও রোব পরার রীতি আছে। তা বদলানো হবে কি না, তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে আলোচনা চলছে। এই আবহেই শুক্রবার রবীন্দ্রভারতীর মঞ্চ থেকে জট কাটানোর চেষ্টা করলেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

তিনি বুঝিয়ে দেন, উচ্চশিক্ষা দপ্তর কেবল নিজেদের ভাবনার কথা জানিয়েছে মাত্র। তাঁরা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধিকার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চাইছে না রাজ্য সরকার। শেষ পর্যন্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয় কোন পোশাক বেছে নেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে আছে শিক্ষামহল।

সম্পাদকীয়

তৃণমূল আমলে স্কুল-ব্যবসার ছবি দেখে চোখ কপালে উঠবে

ফের সামনে এল তৃণমূল আমলে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার এক নয়া কেলেঙ্কারি। জেলায় জেলায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছিল একের পর এক বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল।তথ্য বলছে, এর সিংহভাগেরই জন্ম তৃণমূল আমলে। আরও স্পষ্ট করে বললে তৃণমূল নেতা, মন্ত্রীদের পৃষ্ঠপোষকতায়। সম্প্রতি শুধু মালদহ জেলাতেই খোঁজ মিলেছে এইরকম কয়েক হাজার স্কুলের। ওই জেলাতেই রয়েছে সাড়ে তিন হাজার স্কুল, কিন্তু এনওসি রয়েছে মাত্র ১৫টির! বুঝুন অবস্থা! এই ব্যাপারে মালদহই রাজ্যে প্রথম। স্কুলগুলি সরকারি অনুমোদন ছাড়াই এতদিন ধরে চলছিল রমরমিয়ে। গোটা রাজ্যের কোনও জেলায় এত বেসরকারি স্কুল তৈরি হয়নি বলে প্রাথমিক ভাবে খবর। অনুমোদনহীন এত বেসরকারি স্কুল দেখে চোখ কপালে শিক্ষা দফতরের কর্তাদের। কী ভাবে তৈরি হল এত স্কুল? কারা করল? কাদের মদতে করল? বেআইনি ভাবে অবাধে এতদিন ধরে এগুলো চলছেই বা কী করে? কোথা থেকে হচ্ছে ফান্ডিং? কী পড়ানো হচ্ছে? পাঠক্রম কী? কেউই কিচ্ছু জানে না। কিন্তু এভাবে তো আর চলতে পারে না। তাই এই প্রবণতা রুখতে এবার কোমড় বেঁধে তদন্তে নেমেছে রাজ্য সরকার। তদন্তের প্রথম ধাপেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে একসঙ্গে ৬৭টি বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল। বাকিগুলো সম্পর্কেও খোঁজখবর চলছে। এইসব স্কুলেরই ইউডাইস কোড ডিঅ্যাক্টিভেট করে দেওয়া হয়েছে। এই কোড হল ভারতের প্রতিটি স্বীকৃত স্কুলের জন্য বরাদ্দকৃত একটি ১১-সংখ্যার পরিচয় নম্বর। যা শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে দেওয়া হয়। এখন প্রশ্ন উঠছে, এই বেসরকারি স্কুলগুলো চলছিল কী করে? তদন্তে উঠে আসছে আরও ভয়ঙ্কর তথ্য। দেখা যাচ্ছে বেসরকারি প্রায় সব প্রাথমিক স্কুলেরই পড়ুয়ারা সরকারি প্রাথমিক স্কুলেও সমান্তরালভাবে ভর্তি হয়ে রয়েছে। আসলে নামকাওয়াস্তে সরকারি স্কুলে নাম লেখা থাকলেও তার নিয়মিত ক্লাস করছে ওই বেসরকারি স্কুলে। অভিভাবকদের দাবি, ওই স্কুলে প্রাথমিকে না পড়লে নামি সরকারি স্কুলে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হওয়া কঠিন। অগত্যা বেসরকারি স্কুলগুলিই তাদের বড় ভরসা।

শব্দছক ৩২৪

রবি দাস

১	২		■	৩	■	৪	■
■		■	৫		৬		৭
৮				■		■	
■		■	৯		■	১০	■
১১	■	১২		■	১৩		১৪
১৫			■	১৬		■	
	■	১৭			■	১৮	
■	১৯		■	২০			■

পাশাপাশি: ১. নিত্যদিনের জন্য নয় ৫. পরম ঈশ্বর ৮. নৃপতির সভা ৯. শীতের শেষ মাস ১২. তর্জমা ১৩. বাধাহীন ১৫. সোচ্চার ১৬. স্বামী ১৭. উষ্ণতা ১৮. বিভিন্ন গাছের পাতাকে রান্না করে খাই ১৯. আবার গৃহ ২০. যা জ্বলছে

ওপর-নিচ: ২. নিবৃত্তকরণ ৩. তস্কর ৪. জগৎ ৫. পরম সত্য ৬. মাছ-এর বিশেষণ ৭. কলা ১০. মাকালীর প্রিয় পূজ্য ফুল ১১. একের দ্বিতীয় অংশ ১২. মানুষরূপী ভগবানের প্রতিনিধি ১৩. অত্যন্ত ১৪. চিৎকার করে তিরস্কার ১৬. পদ্ম ১৮. ছটফটে-এর বিপরীত

সমাধান ৩২৩ — পাশাপাশি: ১. অভিপ্রেত ৫. বিচিত্র ৭. বিনা ৮. কানা ৯. অসীমকাল ১১. জন্য ১২. কল ১৩. সলী ১৪. কার ১৬. জাতীয়দল ১৮. অরি ১৯. পান ২০. বান্ধবা ২১. বাতায়ণ

ওপর-নিচ: ১. অবিকার ২. অত্র ৩. প্রেয়সী ৪. ছিনাল ৬. চিনা ৭. বিকাল ৯. অন্য ১০. মকর ১১. জলীয় ১৩. সতীন ১৪. কাল ১৫. পরিবার ১৬. জাপান ১৭. দক্ষতা ১৮. অন্ধ ২০. বান

আজকের দিন

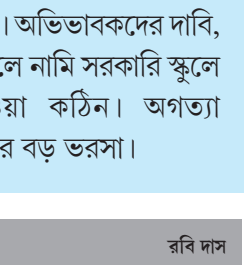

■ **২০০৮** — তাজমহল হোটেলে সংঘর্ষের পর মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলার সমাপ্তি ঘটে ।

■ **২০১৩** — এলএএম মোজাম্বিক এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ৪৭০ নামিবিয়ায় বিধ্বস্ত হয়, এতে ৩৩ জন আরোহী নিহত হন, যা পাইলটের আত্মহত্যা বলে মনে করা হয়।

জন্মদিন



১৯৩৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৬৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট প্রশাসক ললিত মোদীর জন্মদিন।*

১৯৭১ *ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের জন্মদিন।*

বিপ্লব দেব

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ডবল ইঞ্জিন সরকার ও পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন প্রত্যাশা, নীতি এবং বাস্তবতার নিরিখ

শংকর দত্ত



পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ২০২৬ সালের মে মাসে এক ঐতিহাসিক পালাবদল ঘটেছে। দীর্ঘ দেড় দশকের তৃণমূল কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি। কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের মুখে মুখে এখন ঘুরছে 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের কথা। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে গঠিত এই নতুন সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং কৌতূহলের বিষয় হলো রাজ্যের বিপুল সংখ্যক পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। নির্বাচনের আগে ও পরে বিজেপি নেতৃত্বের তরফে বারবার 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর স্লোগান তোলা হয়েছে এবং দাবি করা হয়েছে যে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের তোষণ নয়, বরং প্রকৃত পিছিয়ে পড়া মানুষদের ক্ষমতায়নই হবে নতুন সরকারের মূল লক্ষ্য। তবে গত কয়েক মাসের প্রশাসনিক পদক্ষেপ, বাজেট বরাদ্দ এবং সরকারি প্রকল্পের রূপায়ণ খতিয়ে দেখলে সংখ্যালঘু উন্নয়নে এই ডবল ইঞ্জিন সরকারের সদর্থক ভূমিকা নিয়ে যেমন আশার আলো দেখা যাচ্ছে, তেমনই কিছু ক্ষেত্রে বিতর্ক ও সংশয়ের অবকাশও তৈরি হয়েছে।

নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের সংজ্ঞা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি মৌলিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন যে, পূর্ববর্তী সরকার সংখ্যালঘু বলতে কেবল একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কেই বুঝত এবং বাকিদের বঞ্চিত রাখত। কিন্তু বর্তমান ডবল ইঞ্জিন সরকার মুসলিমদের পাশাপাশি শিখ, জৈন, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ-সহ সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সমান মর্যাদা দিয়ে তাদের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করতে বদ্ধপরিকর। এরই প্রতিফলন হিসেবে সম্প্রতি গুরু নানক জয়ন্তী উপলক্ষে ডানকুনিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শিখ সম্প্রদায়ের জন্য কমিউনিটি হল এবং হজ ভবনের আদলে 'গুরু নানক ভবন' নির্মাণের ঘোষণা করেছেন। প্রশাসনের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে সংখ্যালঘু উন্নয়নের ধারণাকে আরও প্রসারিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার একটি সদর্থক প্রয়াস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

অন্যদিকে, রাজ্যের বৃহত্তম সংখ্যালঘু অংশ অর্থাৎ মুসলিম সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে বিজেপি সরকার ধর্মীয় তোষণের পরিবর্তে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষার ওপর বেশি জোর দিচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিগত বছরগুলিতে কেন্দ্র ও রাজ্যের সংঘাতের কারণে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলি বহু কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেই অচলাবস্থা কাটতে শুরু করেছে। রাজ্যের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা বা 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পকে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সংখ্যালঘু পরিবারগুলিও বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ও জল জীবন মিশনের কাজ স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলির জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরাসরি প্রভাব ফেলছে।

কর্মসংস্থান এবং স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রেও বর্তমান সরকারের কিছু পদক্ষেপ সংখ্যালঘু সমাজের কারিগর ও শ্রমজীবী মানুষদের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হস্তশিল্প, তাঁত, জরি এবং কুটির শিল্পের একটি বড় অংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর নির্ভরশীল। রাজ্যে 'পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা' চালু হওয়ার ফলে এই দক্ষ কারিগর ও শ্রমিকরা কোনো মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই সরাসরি সরকারি আর্থিক সহায়তা, আধুনিক যন্ত্রাংশ এবং উন্নত প্রশিক্ষণের আওতায় আসছেন। পাশাপাশি, মৎস্যজীবীদের উন্নয়নে 'প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা' কার্যকর করা হয়েছে। রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির দীর্ঘ ছয় বছর ধরে আটকে থাকা সুদের ভর্তুকির টাকা কেন্দ্রের সহায়তায় সরাসরি মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নতুন 'অন্নপূর্ণা যোজনা'-র মাধ্যমে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক যোগ্য মহিলাকে মাসে তিন হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত এবং সরকারি চাকরির পরীক্ষার আবেদন ফি মকুব করার ঘোষণা সংখ্যালঘু পরিবারগুলির অর্থনৈতিক সুরক্ষা ও যুবসমাজের কর্মসংস্থানের পথকে প্রশস্ত করেছে।

তবে মুদ্রার অন্য পিঠটিও সমানভাবে আলোচনার দাবি রাখে। বর্তমান সরকারের সংখ্যালঘু নীতি নিয়ে যেমন ইতিবাচক সাড়া মিলছে, তেমনই বাজেট বরাদ্দ এবং কিছু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সংখ্যালঘু সমাজের একাংশ ও বিরোধী দলগুলির মধ্যে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম পূর্ণাঙ্গ রাজ্য বাজেটে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের বরাদ্দ এক ধাক্কায় প্রায় ৬১ শতাংশ কমিয়ে ২ হাজার ১৬৫ কোটি ৪২ লক্ষ টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে। পূর্ববর্তী সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ৫ হাজার ৭১৩ কোটি টাকারও বেশি। রাজ্যের প্রায় সাড়ে চার লক্ষ শিক্ষার্থী মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। হঠাৎ করে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হ্রাস পাওয়ায় মাদ্রাসাগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন, সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের বৃত্তি এবং কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পগুলি কতটা সচল থাকবে, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন বিরোধী নেতা ও শিক্ষাবিদরা। যদিও রাজ্য সরকারের মন্ত্রীদের যুক্তি হলো, তাঁরা কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা করে অর্থ বরাদ্দ করার পরিবর্তে সামগ্রিক শিক্ষা ও পরিকাঠামোর উন্নয়নে জোর দিচ্ছেন এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে এনে আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে চাইছেন।

এর পাশাপাশি, রাজ্যের সব মাদ্রাসায় 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক করা এবং প্রকাশ্যে পশু জবাই নিষিদ্ধ করার মতো প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা অস্বস্তি ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং আইএসএফ নেতৃত্বের অভিযোগ, বাজেট কাটছাঁট এবং এই ধরনের নির্দেশিকা সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকারকে সংকুচিত করার চেষ্টা মাত্র। অন্যদিকে, বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার নেতৃত্বের দাবি, গত কয়েক দশক ধরে সংখ্যালঘুদের কেবল ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু তাঁদের প্রকৃত শিক্ষা বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়নি। তাই বর্তমান সরকার সাময়িক ভাতার বদলে স্থায়ী পরিকাঠামো, আধুনিক শিক্ষা এবং সরাসরি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিয়ে সংখ্যালঘুদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন ঘটাতে চাইছে। ইতিমধ্যেই রেজিনগরের মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর বিপুল জয় এবং দলের দপ্তরে সংখ্যালঘু মানুষদের আনাগোনা বৃদ্ধিকে নেতৃত্ব তাঁদের নীতির প্রতি জনসমর্থনের প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরছেন।

সব মিলিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ডবল ইঞ্জিন সরকার সংখ্যালঘু উন্নয়নের চিরাচরিত ধারাটিকে বদলে দিতে চাইছে। একদিকে কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়ে আয়ুষ্মান ভারত, আবাস যোজনা, পিএম বিশ্বকর্মা, অন্নপূর্ণা যোজনা এবং ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে একটি সদর্থক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের কাঠামো তৈরির চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে, সংখ্যালঘু দপ্তরের বাজেট সংকোচন এবং কিছু সাংস্কৃতিক নির্দেশিকার ফলে তৈরি হওয়া আস্থার অভাব দূর করাও সরকারের কাছে একটি বড় পরীক্ষা। প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সার্থক হয়, যখন তা সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষটির মনে নিরাপত্তার বোধ ও সমান সুযোগের আশ্বাস জাগাতে পারে। আগামী দিনগুলিতে ডবল ইঞ্জিন সরকার কীভাবে এই বিতর্কগুলি সামলে সংখ্যালঘু সমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের বাস্তব চিত্রটি বদলে দিতে পারে, তার ওপরই নির্ভর করবে তাদের এই নতুন উন্নয়ন মডেলের সাফল্য।

লেখক: বিশিষ্ট সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট

শহিদ ক্ষুদিরাম বসু ও তাঁর আত্মত্যাগ

ডাঃ শামসুল হক

হাসতে হাসতেই সেদিন তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন ফাঁসির মঞ্চে। অগ্নিযুগের সেই প্রথম শহিদ মাত্র আঠারো বছর বয়সেই দেখিয়েছিলেন সেই চরম দুঃসাহসীকতার নজীর। তার আগে দেশমাতৃকার জন্যই তাঁর অকৃত্রিম আত্মত্যাগ এবং সংগ্রামের ছবি দেখেও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন অনেকেই। মেদিনীপুরের ছেলে তিনি। তাঁরই কাছাকাছি বাঁকুড়ার লোককবি পীতাম্বর দাশ ও তাঁকে দেখে তখন ভীষণভাবেই অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন। আর একপ্রকার আবেগের বশেই সেইসময় তিনি লিখে ফেলেন সেই ঐতিহাসিক কথামালা, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি...

সেদিন সেই গান লিখেছিলেন পীতাম্বরবাবু। আর তারপর অধীর আগ্রহেই তিনি অপেক্ষা করেছিলেন কখন প্রচারের আলোয় আসবে সেই গান। সেজন্য অবশ্য সময় ও লেগেছিল অনেক। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কবির সেই কবিতা গানেরই রূপ নিয়ে হাজির হবে স্বাধীনচেতা মানুষজনদের ই দুই কর্ণগহ্বরে সেটাই ছিল তাঁর সেইসময়ের একমাত্র কামনা বাসনাও। আর তারপর হিন্দী এবং বাংলা, উভয় সঙ্গীত জগতের ই কিংবদন্তী শিল্পী লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে আবেগ মিশ্রত সেই গানটা শোনার পর স্বস্তি ফিরে এসেছিল তাঁর মনের ও অন্দরে। তিনি শহীদ ক্ষুদিরাম বসু। সেদিন মাত্র আঠারো বছরের একটা ছেলে পরাধীন দেশকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাবার তাগিদে যে মরণপণ সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তা কখনই ভোলবার নয়। অসীম সাহসীকতার বলে বলীয়ান হয়েই তিনি হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের দালাল তথা বিচারক কিংসফোর্ডকে। কিন্তু তাঁর সেদিনের সেই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ তখন নিতান্তই বালকবেলা তাঁর। মাত্র আঠারো বছর বয়স। তাই সেই বয়সে বুদ্ধির দৌড়টাও তেমন প্রখর ছিল না। কিন্তু তবুও অসীম সাহসীকতার উপর ভর করেই সেদিন দেশমাতৃকার জন্য যে সাহসীকতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তা এক অনন্য নজির হয়েই লিপিবদ্ধ থাকবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে। ১৮৮৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর জন্ম তাঁর তৎকালীন মেদিনীপুর জেলার মোহবনী গ্রামে । মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই মাকে হারান তিনি। আর বাবাকে হারান তার এক বছর পরই। অর্থাৎ একেবারে শিশুকালেই অনাথ হয়ে পড়েছিলেন তিনি।



আর তখন তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁর দিদি ও জামাইবাবু। ক্ষুদিরাম বসু তাঁর প্রাথমিক পর্বের লেখাপড়ার কাজ শুরু করেন তমলুকের হ্যামিলটন স্কুলে। তারপর মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে। ১৯০২ সালে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের। সেইসময় তিনি তমলুকে এসেছিলেন তরুণ বিপ্লবীদের বিপ্লবের কাজকর্ম কেমন চলছে তা দেখারই জন্য। সেইসময় ক্ষুদিরাম অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং প্রকাশ করেছিলেন নিজের মনের ইচ্ছাও। ঠিক তার এক বছর পর অর্থাৎ ১৯০৩ সালে ভগিনী নিবেদিতাও মেদিনীপুর শহরে এসেছিলেন ঠিক একই উদ্দেশ্যে। তাতে নতুনভাবেই উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন ক্ষুদিরাম। আগেই তিনি যোগ দিয়েছিলেন অনুশীলন সমিতিতে। আর নিবেদিতার সঙ্গে যোগাযোগের পর সেই সক্রিয়তা বেড়ে যায় আরও বহুগুণ। সেইসময়ই তাঁর সঙ্গে আবার পরিচয় হয় বারীন্দ্র কুমার ঘোষের সঙ্গেও এবং তাঁরই তৎপরতায় মাত্র পনের বছর বয়সেই অনুশীলন সমিতির একজন সক্রিয় সদস্য ও হয়ে ওঠেন তিনি। ফলে সেইসময় আরও দায়িত্ব বাড়ে তাঁর। অনেক কঠিন কাজের ব্রত ও নিয়ে ফেলেন , যা সেই বয়সের একজন বালকের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না কোনভাবেই। কিন্তু অসম্ভব কাজকেই সম্ভব করার চেষ্টা করেছিলেন ক্ষুদিরাম বসু। দায়িত্ব নেন ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী শাসনের বিরুদ্ধে যে প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছিল তার ই প্রচারের কাজে। কিন্তু সেই কাজ করতে করতেই পুলিশের হাতে ধরাও পড়ে যান তিনি। কিন্তু ছাড়া পেয়ে যান বয়স কম থাকার ই কারণে। দেশকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখানো ছাড়াও অনেক সমাজসেবামূলক কাজেও ছিল তাঁর বিশাল অবদান। ১৯০৬ সালে কাঁসাই নদীতে যে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছিল তাতে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি। অসীম সাহসীকতার উপর ভর করেই চালিয়েছিলেন উদ্ধারকার্য। দেশের স্বাধীনতার জন্য ও জীবনপন করেছিলেন তিনি। তাঁর তখন একটাই লক্ষ্য ছিল দেশের অত্যাচারী বিচারক কিংসফোর্ডকে হত্যা করা। সেইসময় আলিপুর প্রেসিডেন্সী বিচারালয়ের মুখ্য বিচারক ছিলেন কিংসফোর্ড সাহেব।আর কলকাতায় থাকাকালীন ই তাঁর অত্যাচারের মাত্রা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, বিচারের নামে প্রহসন ঘটিয়ে নিরীহ মানুষের উপর অবিচার করতেন তিনি। তাই সেখানে তাঁর শত্রুর সংখ্যাও বাড়ছিল দিনের পর দিন। ব্রিটিশ সরকারের কর্তাব্যক্তিরা তা টেরও পেয়েছিলেন। তাই তাঁকে পদোন্নতি দিয়ে বদলি করা হয়েছিল বিহারের মুজফফরপুর আদালতে। ক্ষুদিরাম ছুটেছিলেন সেখানেও। সঙ্গে প্রফুল্ল চাকী। তাঁদের তখন একটাই প্রতিজ্ঞা, যেকোন উপায়েই হোক কিংসফোর্ডকে সরাতে হবে এই পৃথিবী থেকে। অত এব তাঁরা ঠিক করে ফেললেন একটা দিনও। নিলেন প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও । কিন্তু হল না কাজের কাজটাই। সেদিন সেই অত্যাচারী ব্রিটিশ দালালটার পরিবর্তে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল নিরীহ দুই মহিলাকে। সবটাই অবশ্যই ভুলের ই শিকার। দুটো গাড়ির চেহারা এক ই রকম হওয়ায় ভুল যা হবার হয়ে গিয়েছিল সেটাই। ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকীর তখন করার ও ছিল না কিছুই। তাঁদের ও আত্মগোপন করার প্রয়োজন হয়েছিল। তাই পুলিশের চোখ এড়িয়েই পালাবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু ঘটনাস্থল থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে ধরা পড়েছিলেন ক্ষুদিরাম বসু। আর প্রফুল্ল চাকী সেইসময় নিজেকে সংহার করেই রচনা করেছিলেন নিজের জীবনের উপসংহার। নিজের পিস্তলের গুলিতেই আত্মঘাতী হয়েছিলেন তিনি। তারপর আবার ও শুরু হয়েছিল বিচারের ই নামে প্রহসন। ফাঁসির হুকুম হয় ক্ষুদিরামের। ১৯০৮ সালের ১১ ই আগস্ট তাঁর ফাঁসি হয় মুজফফরপুরেই। এই বৎসর শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর একশত সাঁয়ত্রিশতম জন্মবার্ষিকী। তাই ৩রা ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিনটার কথা মনে রেখেই আমরা যেন তাঁকে স্মরণ করার চেষ্টা করি এবং জানাতে পারি একরাশ শ্রদ্ধাও ।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

কারও সাহায্য করে তার বিনিময়ে প্রত্যাশা না করে কর্তব্য মনে করাই শ্রেয়। তাতে তার বিস্মৃতি বা অস্বীকারে আঘাত লাগে না, সাহায্য করার মনটাও সতেজ থাকে। বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে ভক্তও ভগবানকে ভুলে যায়। তাতে ভগবানের মাহাত্ম্য কমে না, বরং বাড়ে। উদ্ধারেই ভগবান ত্রাতা, ক্ষমাতেই মহত্তম।

কৌ-আনকৌট



আমি জানি, নারীশক্তির ১০০ শতাংশ আশীর্বাদ রয়েছে আমাদের উপরে। আমি প্রত্যেক মহিলাকে কথা দিচ্ছি, মহিলা সংরক্ষণের পথে আসা প্রতিটি বাধাকে আমরা অতিক্রম করব। যে দলগুলি মহিলা সংরক্ষণের বিরোধিতা করছে, তারা দেশের নারীশক্তিকে সংসদ এবং বিধানসভায় নিজেদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা থেকে আটকাতে পারবে না।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালকে মেডিক্যাল কলেজে রূপান্তর !

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল নয়, এবার কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালকে সরাসরি পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শুক্রবার কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে এমনই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জানালেন পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দপ্তরের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান দুর্গা মুর্মু। তাঁর এই ঘোষণাকে ঘিরে আশার আলো দেখছেন কাটোয়া ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দারা।

এদিন চেয়ারম্যানের সঙ্গে হাসপাতাল পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়ার বিধায়ক কৃষ্ণ ঘোষ, মঙ্গলকোটের বিধায়ক শিশির ঘোষ-সহ অন্যান্য বিধায়ক এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখার পাশাপাশি চিকিৎসা পরিষেবা, রোগীদের সুবিধা এবং সামগ্রিক পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা।

পরিদর্শন শেষে দুর্গা মুর্মু জানান, প্রতিদিন চারটি জেলা থেকে কয়েকশো মানুষ চিকিৎসার জন্য কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে আসেন। স্বাভাবিকভাবেই এই হাসপাতালের ওপর রোগীর চাপ অনেক বেশি। এলাকার মানুষের চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা এবং হাসপাতালের গুরুত্ব বিবেচনা করেই এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। মেডিকেল কলেজ তৈরি হলে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়াশোনার সুযোগও বাড়বে। বর্তমানে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এলাকার বহু পড়ুয়াকে পড়াশোনার জন্য দূরে যেতে হয়। কাটোয়ায় মেডিক্যাল কলেজ গড়ে উঠলে তাঁদের সেই সমস্যাও অনেকটা কমবে। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করেই আগামী দিনে হাসপাতালটিকে মেডিক্যাল কলেজে উন্নীত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। এদিনের পরিদর্শনে রাজ্যের পূর্ববর্তী সরকারের আমলে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও হাসপাতালের পরিকাঠামোর বেহাল দশা নিয়েও সরব হন স্বাস্থ্য স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান। তাঁর দাবি, অতীতে হাসপাতালের পরিকাঠামো ও পরিষেবার ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলি তৈরি হয়েছিল, সেগুলির অনেকটাই ইতিমধ্যে সংশোধন করা সম্ভব হয়েছে। আগামী দিনে উন্নয়নের কাজ আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

অন্যদিকে, কাটোয়ার বিধায়ক কৃষ্ণ ঘোষ জানান, প্রথমে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রূপান্তরের কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু এলাকার সামগ্রিক চাহিদা, রোগীর চাপ এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তা বিচার করে সরাসরি মেডিক্যাল কলেজ তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে, কাটোয়ায় মেডিক্যাল কলেজ গড়ে উঠলে স্থানীয় বাসিন্দারা উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। একই সঙ্গে জটিল চিকিৎসার জন্য বারবার বর্ধমান হাসপাতালে ছুটে যাওয়ার হয়রানিও অনেকটাই কমবে। বিধায়ক আরও জানান, ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব ও ফাইল তৈরির কাজ চলছে। স্বাস্থ্য স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানের মাধ্যমে সেই প্রস্তাব স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত কাটোয়ায় মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আশাবাদী তিনি।সব মিলিয়ে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালকে মেডিকেল কলেজে উন্নীত করার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে পূর্ব বর্ধমান-সহ পার্শ্ববর্তী জেলার চিকিৎসা পরিষেবায় নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। তবে প্রস্তাবের পরবর্তী সরকারি অনুমোদন ও বাস্তবায়নের দিকেই এখন তাকিয়ে কাটোয়ার মানুষ।

সরস্বতীর ছবি ছেঁড়ায় শিক্ষক অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: শ্রেণিকক্ষে অঙ্কন পরীক্ষা চলাকালীন সরস্বতীর ছবি ছিঁড়ে ফেলার ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষককে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ মালদার চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী স্কুলে ই-মেল মারফত সাসপেনশনের নির্দেশ পাঠানো হয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক পার্থ চক্রবর্তী। প্রধান শিক্ষক বলেন, সপ্তম শ্রেণীর পড়ুয়ার আঁকা দেবী সরস্বতীর ছবি ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষক গ্রেপ্তার হওয়ার পরই পর্ষদের তরফে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না-আসা পর্যন্ত সাসপেন্ড থাকবেন ওই শিক্ষক।

পুলিশ জানিয়েছে, গত শুক্রবার চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুলে অঙ্কন পরীক্ষা চলাকালীন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র অঙ্কন রায় দেবী সরস্বতীর ছবি এঁকেছিল। সেই ছবি শ্রেণিকক্ষেই অন্যান্য ছাত্রদের সামনেই ছিঁড়ে ফেলে সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক আফতাবউদ্দিন। এই ঘটনার পর ওই ছাত্রের বাবা কমল রায় ওইদিনই প্রতিবাদ জানিয়ে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার পর স্কুল থেকেই শিক্ষক আফতাবউদ্দিনকে প্রথমে আটক করার পর রাতে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। আপাতত ওই শিক্ষককে চাঁচল মহাকুমা আদালতের নির্দেশে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

শনিবার এব্যাপারে কলকাতা থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিকদের প্রশ্নের



উত্তরে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন, ওই শিক্ষককে বহিষ্কার করে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাগদেবীর সব প্রতিষ্ঠানেই পূজিত হয়ে থাকেন। তৃণমূলের জামানায় এরকম ভাবেই কেউ কেউ দেবদেবীর অপমান করেছিলেন তখন ওই সরকার মুখ বুজেছিল। এখন এইসব আর চলবে না। এখানে যদি কেউ সাম্প্রদায়িক গোলমাল করার চেষ্টা করে তার বিরুদ্ধে আইন কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুলে গত সোমবার থেকে শুরু হয়েছে বার্ষিক পরীক্ষা। শুক্রবার এই স্কুলে ছিল সপ্তম শ্রেণির শারীরিক ও কর্মশিক্ষা পরীক্ষা। কর্মশিক্ষা পরীক্ষা চলাকালীন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র অঙ্কিত রায় দেবী সরস্বতীর ছবি এঁকেছিল। সেই সময় পরীক্ষার ডিউটিতে ছিলেন সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক আফতাবউদ্দিন। বাগদেবীর ছবি দেখেই হঠাৎই ওই শিক্ষক ছাত্রের কাছ থেকে অঙ্কন পত্র কেড়ে সেই শ্রেণিকক্ষে সকলের সামনে ছিঁছিঁড়েকুটি কুটি করে দেয় বলে অভিযোগ। এরপরে অপমানিত বোধ করে ওই সপ্তম শ্রেণির ছাত্র কাউকে কিছু না-বলেই সরাসরি বাড়ি চলে আসে পুরো ঘটনার কথা জানানো হয় তার পরিবারকে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অঙ্কনের বাবা কমল রায় একজন ব্যবসায়ী। তিনি এই অপমান সহ্য করতে না পেরে ছেলে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নিয়েই সরাসরি দুপুরেই স্কুলে গিয়েই প্রধান শিক্ষকের ঘরের সামনে চিৎকার চেঁচামেচি করে ঘটনার প্রতিবাদে সোচ্চার হন। এরপরই পুরো বিষয়টি নিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। বিষয়টি জানতে পেরেই চাঁচলের হিন্দু সংগঠনের কর্মকর্তারা দলবল নিয়ে ওই স্কুলে ছুটে আসেন। শুরু হয় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ।

উত্তর মালদার বিজেপির যুব মোর্চা সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ শর্মা বলেন, 'আমরা জানতে পেরেছি ওই শিক্ষক বিগত দিনে তৃণমূলের শিক্ষা সেলের সংগঠনের একটা বড় দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু রাজ্যে যে বিজেপি সরকার এসেছে, সেটা ওরা ভুলে গিয়েছে। এখন এই ধরনের নৈরাজ্য আর চলবে না।' বিজেপির এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, অন্যায় করলে তার জন্য পুলিশ ও প্রশাসন আছে। কিন্তু তৃণমূল দলের বিরুদ্ধে এভাবে সরাসরি অভিযোগ করাটা মোটেই সঠিক নয়।

প্রশাসনের হস্তক্ষেপে দখলমুক্ত ফেরিঘাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: দীর্ঘ প্রায় চার মাসের টানাপোড়েনের অবশেষে অবসান। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে দখলমুক্ত হল কালনার পিয়ারিনগর ফেরিঘাট। পুনরায় ফেরিঘাটের দখল ফিরে পেলেন তিন বছরের জন্য বৈধভাবে ইজারা নেওয়া দিলীপ চৌধুরী ও তাঁর পরিবার। শনিবার প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে এই ঘাটের দখল ফিরে পাওয়ার ঘটনায় স্বস্তি ফিরেছে ইজারাদার পরিবার থেকে শুরু করে ঘাটের মাঝিদের মধ্যেও।

জানা গিয়েছে, প্রায় চার মাস আগে পিয়ারিনগর ফেরিঘাটের দখলকে কেন্দ্র করে বিবাদের সূত্রপাত হয়। অভিযোগ, কয়েকজন দুষ্কৃতী জোরপূর্বক ফেরিঘাটটি নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। অথচ ওই ফেরিঘাটটি তিন বছরের জন্য ইজারা নিয়েছিলেন দিলীপ চৌধুরী। ইজারা নেওয়া সত্ত্বেও নিজেদের ঘাটের স্বাভাবিক দখল ও পরিচালনার অধিকার ফিরে পেতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়তে হয় তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে।ইজারাদার পক্ষের অভিযোগ, ঘাটের দখল ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলতে গেলে তাঁদের বিভিন্ন ধরনের হুমকির মুখে পড়তে হয়। দিনের পর দিন ঘাটের দখল ফিরে না-পাওয়ায় কার্যত অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছিল দিলীপ চৌধুরী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার সমাধান না-হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ন্যায়বিচারের আশায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁরা।

এরপর আইনি প্রক্রিয়া এগোনোর পর প্রশাসনের হস্তক্ষেপে শনিবার অবশেষে পিয়ারিনগর ফেরিঘাটের দখল পুনরায় ফিরে পান দিলীপ চৌধুরী ও তাঁর পরিবার। দীর্ঘ চার মাসের অচলাবস্থার অবসান ঘটায় স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলে।

বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ গড়ার ডাক পড়ুয়াদের



নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সমাজ থেকে বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধি দূর করতে এবং আগামী প্রজন্মের সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হল খানাকুলে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে খানাকুলের রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের উদ্যোগে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ২০৩১ সালের মধ্যে খানাকুল তথা সমগ্র আরামবাগ মহকুমাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খানাকুল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সমীর মুখার্জি-সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিক, রামনগর অতুল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমিত কুমার আঢ্য এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের সূচনায় উপস্থিত সকলকে নিয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের শপথ গ্রহণ করা হয়। সমাজ থেকে বাল্যবিবাহের কুপ্রথা সম্পূর্ণ নির্মূল করার পাশাপাশি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের অধিকার রক্ষায় সকলে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। বাল্যবিবাহ শুধু একটি সামাজিক অপরাধ নয়, এটি একটি শিশুর শৈশব, শিক্ষা, স্বপ্ন এবং সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার অধিকার কেড়ে নেয়। অল্প বয়সে বিয়ের ফলে বিশেষ করে কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায় পড়াশোনা। ফলে ভবিষ্যতে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয় তারা। তাই বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে শুধু প্রশাসনের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

এদিনের কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকার উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ, পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা তৈরি করতে বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কোনও এলাকায় বাল্যবিবাহের ঘটনা ঘটতে চলেছে বলে খবর পেলে তা গোপন না রেখে দ্রুত প্রশাসনকে জানানো এবং অভিভাবকদের সচেতন করার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিশেষ করে ২০৩১ সালের মধ্যে খানাকুল তথা আরামবাগকে বাল্যবিবাহ মুক্ত অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার যে লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়িত করতে ধারাবাহিক সচেতনতামূলক প্রচার, বিদ্যালয়ভিত্তিক কর্মসূচি এবং প্রশাসনিক নজরদারি আরও জোরদার করার বার্তা দেওয়া হয়।

আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশি হাতিয়ার-সহ ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আগ্নেয়াস্ত্র ও বিভিন্ন দেশি হাতিয়ার-সহ চার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের হেফাজত থেকে একটি দেশি একনলা পাইপগান, কার্তুজ এবং একাধিক ধারাল ও লোহার সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া চার অভিযুক্তের নাম সৈনিক চৌধুরী (৩৮), সাইদুল মণ্ডল (২৯), অমৃত সরকার (১৯) এবং যুগল দত্ত (২২)। ধৃতদের মধ্যে সৈনিক চৌধুরী ও সাইদুল মণ্ডলের বাড়ি নদিয়ার চাকদহ থানার রাজারমাঠ ডাকঘরের অন্তর্গত ঘোড়ামারা এলাকায়। তল্লাশি চালিয়ে ধৃতদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সৈনিক চৌধুরীর হেপাজত থেকে লোহার তৈরি বাট, বডি, ব্যারেল, ট্রিগার ও ফায়ারিং পিনযুক্ত প্রায় ১০ ইঞ্চি লম্বা একটি দেশি একনলা পাইপগান এবং একটি .৩০৩ কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে।

এ ছাড়া অমৃত সরকারের কাছ থেকে প্রায় ৮ ইঞ্চি লম্বা একটি লোহার হ্যাকস ব্লেড, সাইদুল মণ্ডলের কাছ থেকে প্রায় ১০ ইঞ্চি লম্বা একটি লোহার বাটালি এবং যুগল দত্তের কাছ থেকে কাঠের হাতলযুক্ত প্রায় ১০ ইঞ্চি লম্বা একটি লোহার হাতুড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

বাজারে নজরদারিতে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। বাজারে চাল, ডাল, তেল, চিনি-সহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর দাম খতিয়ে দেখতে শুরু হয়েছে নজরদারি ও অভিযান। কোনও ব্যবসায়ী যাতে অযৌক্তিক ভাবে পণ্যের দাম বাড়াতে না-পারেন, তা নিশ্চিত করতে দোকানে দোকানে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। সেইমতো শনিবার বসিরহাট পুরাতন বাজার এবং সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। বিশেষ নজর দেওয়া হয় মুদিখানা ও চালের দোকানগুলিতে। প্রতিটি দোকানে গিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, কোন সামগ্রী কত দামে পাইকারি বাজার থেকে কেনা হচ্ছে এবং ক্রেতাদের কাছে কত দামে বিক্রি করা হচ্ছে।

রাস্তা নির্মাণে ব্যাপক বেনিয়মের অভিযোগে কাজ বন্ধ গ্রামবাসীদের



নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নজিরবিহীন বেনিয়মে কোনও রকমে দায়সারা ভাবে পিচ ঢেলে রাস্তা মেরামতির কাজ শেষ করে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই অভিযোগ তুলে ফের বিক্ষোভে সরব হয়ে উঠেছে বাঁকুড়া জেলার জয়পুর ব্লকের রাউতখন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের চালতাকোন্দা গ্রামের বাসিন্দারা। রাস্তা নির্মাণের কাজ আটকে তারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এই বিক্ষোভের জেরে সাময়িক ভাবে রাস্তা নির্মাণের কাজ ফের বন্ধ রাখতে বাধ্য হন ঠিকাদার।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে বিধানসভা নির্বাচনের মুখে তড়িঘড়ি রাস্তাটি মেরামতির কাজ শুরু করে ঠিকাদার। সেসময় রাস্তাটি নির্মাণে বেনিয়মের অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে সরব হন গ্রামবাসীরা। রাস্তা নির্মাণের কাজ আটকে যায়। রাজ্যে সরকার বদল হওয়ায় কাজ বন্ধ রাখে ঠিকেদার সংস্থাটি। গ্রামবাসীদের প্রথম থেকেই অভিযোগ ছিল রাস্তা নির্মানের শুরুতে বালি বিছানো বা সোলিং করা ও রাস্তার ধারে মাটি দেওয়া হয়নি। রাস্তাটি ১২ ফুটের পরিবর্তে মাত্র ৯ ফুট করা হচ্ছে। তাছাড়া বালি সোলিংয়ের ওপর পাথর বালির দু'টি স্তর বা প্রায় ১ফুট লেয়ার দেওয়ার কথা থাকলেও না-দিয়ে মাত্র আড়াই থেকে তিন ইঞ্চির লেয়ার দেওয়া হয়েছে। তাই তারা কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

ঠিকাদার চলতি সপ্তাহে হঠাৎ করে দায়সারা ভাবে কাজ শুরু করে। রাস্তা ঝাঁট দিয়ে পিচ ঢেলে কাজ শেষ করে ফেলার উদ্যোগ নেয়। এতে ফের বুধবার ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। দীর্ঘদিন কাজ বন্ধ থাকা এবং কাজ ঠিকমতো না-হওয়ায় রাস্তা জুড়ে ঘাস বের হয়েছে। সেই ঘাসের ওপর ঝাঁট দিয়ে পিচ ঢালতে উদ্যোগ নেয় ঠিকেদার। গ্রামবাসীরা ফের আন্দোলনে নামেন। তারা ফিতে দিয়ে রাস্তা কতটা চওড়া, রাস্তা খুঁড়ে কতটা গভীর তা মেপে এবং রাস্তা ঘাসে ভরে থাকা দেখিয়ে নির্মান কাজ বন্ধ করে দেয়। গ্রামবাসীদের চাপের মুখে পড়ে ঠিকাদার সংস্থা কাজ বন্ধ করে দেয়।

পূর্ব বর্ধমানের সিএমওএইচ পদে বড়সড় রদবদল !

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার স্বাস্থ্য প্রশাসনে বড়সড় রদবদল। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল ড. জয়রাম হেমব্রমকে। তাঁর পরিবর্তে পূর্ব বর্ধমানের নতুন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দায়িত্ব পেতে চলেছেন ড. আত্রেয়ী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক হেলথ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসেসের আধিকারিক। এর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডেপুটি সিএমওএইচ-২ পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনের এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে কয়েকদিন আগেই পূর্ব বর্ধমান জেলার বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামো ও পরিষেবা নিয়ে একাধিক অসঙ্গতি সামনে আসার পর এই রদবদল নতুন করে জল্পনার জন্ম দিয়েছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট ৪ [বিধি ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস : বহরমপুর
১ম ফ্লোর, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০১, ই-মেল : zoberhampore@indianbank.bank.in

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮ এবং ৯-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২১.০৯.২০২৬ তারিখে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছিলেন**, যাতে ঋণগ্রহীতাগণ / জামিনদারগণ-কে আহ্বান জানানো হয়েছিল :

১. **মেসার্স শর্মা ফিড সেন্টার, স্বত্বাধিকারী - শ্রী সুফল শর্মা,** পিতা গোপাল শর্মা, গ্রাম - সারাহাটি, পোঃ - সিন্দ্রানী, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ৩৯৭।
২. **শ্রী সুফল শর্মা (স্বত্বাধিকারী / ঋণগ্রহীতা কাম বন্ধকদাতা), মেসার্স শর্মা ফিড সেন্টার-এর স্বত্বাধিকারী,** পিতা গোপাল শর্মা, গ্রাম - মনসাহাটি, পোঃ - দত্তফুলিয়া, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ৫০৪।
৩. **শ্রী শ্যামল শর্মা (জামিনদার),** পিতা গোপাল শর্মা, গ্রাম - মনসাহাটি, পোঃ - দত্তফুলিয়া, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ৫০৪।
৪. **শ্রী বাবলু শর্মা (জামিনদার),** পিতা গোপাল চন্দ্র শর্মা, গ্রাম - মনসাহাটি, পোঃ - দত্তফুলিয়া, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ৫০৪।

আমাদের দত্তফুলিয়া শাখার নিকট উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **২১.০৯.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী **১,৩৮,৩০,৪৭১.৮৭ টাকা** (এক কোটি আটত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার চারশত একাত্তর টাকা এবং সাতাশি পয়সা) পরিশোধ করার জন্য।
ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত বিধিমালার বিধি ৮ এবং ৯-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২০২৬ সালের ২৬ নভেম্বর** তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিটির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো লেনদেন **২৬.১১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১,৪২,১৪,০২৭.৩৪ টাকা** (এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ চোদ্দ হাজার সাতাশ টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা) এবং তার উপর সুদের জন্য **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**-এর দায়বদ্ধতার অধীন থাকবে।
''আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির উপর আপনার পুনরুদ্ধারের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করে।''

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ

বন্ধককৃত সম্পদ ১ : গ্রাম - সারাহাটি, সিন্দ্রানী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ - সিন্দ্রানী, থানা - বাগদা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩ ২৯৭, মৌজা সিন্দ্রানী, জে.এল. নং ০১, খতিয়ান নং ৪২২৫ এবং ৪০০৮ (এলআর), প্লট নং ৩৭ (এলআর)-এ অবস্থিত ''বাস্তু'' হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ ৬.০৫ ডেসিমেল ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট জমি এবং তদুপরি নির্মিত স্থাপনার সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি শ্রী সুফল শর্মা-র নামে নিবন্ধিত রয়েছে** এডিএসআর - হেলেঞ্চা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ ৩০.০৭.২০১৯ তারিখের দলিল নং ১-৩৬৭৯/১৯ মূলে, যা বুক নং ১, ভলিউম নং ১৫১৮-২০১৯, পৃষ্ঠা নং ৬৯৭৮২ থেকে ৬৯৮০০-তে নথিভুক্ত এবং এডিএসআর - হেলেঞ্চা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ ০৯.০১.২০১৯ তারিখের দলিল নং আই-১৬৩/১৯ মূলে, যা বুক নং ১, ভলিউম নং ১৫১৮-২০১৯, পৃষ্ঠা নং ২৮১৮ থেকে ২৮৪০-এ নথিভুক্ত। **দলিল নং আই-১৬৩/১৯ অনুযায়ী চৌহদ্দি :** উত্তরে - কার্তিক, বিশ্বনাথ, স্বপন নিতাই এবং তপন বিশ্বাসের জমি, দক্ষিণে - ৭ ফুট রাস্তা, পূর্বে - কুমারেশ বিশ্বাসের জমি, পশ্চিমে - গোবিন্দ এবং নিমাই বিশ্বাসের জমি। **দলিল নং আই-৩৬৭৯/১৯ অনুযায়ী চৌহদ্দি :** উত্তরে - গোপাল বিশ্বাসের জমি, দক্ষিণে - ৭ ফুট রাস্তা, পূর্বে - সুফল শর্মার জমি, পশ্চিমে - দুলাল এবং বাসুদেব বিশ্বাসের জমি।
বন্ধকৃত সম্পদ ২ : গ্রাম - সারাহাটি, সিন্দ্রানী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ - সিন্দ্রানী, থানা - বাগদা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩ ২৯৭, মৌজা সিন্দ্রানী, জে.এল. নং ০১, খতিয়ান নং ৪২২৫ (এলআর), প্লট নং ১২০ (এলআর)-এ অবস্থিত ''বাস্তু'' হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ ৩.৮৯ ডেসিমেল ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট জমি এবং তদুপরি নির্মিত স্থাপনার সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি শ্রী সুফল শর্মা-র নামে নিবন্ধিত রয়েছে** এডিএসআর - হেলেঞ্চা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ ২৪.০৯.২০১৯ তারিখের দলিল নং ১-৩৬৭৯/১৯ মূলে, যা বুক নং ১, ভলিউম নং ১৫১৮-২০১৯, পৃষ্ঠা নং ৮৬০০৩ থেকে ৮৬০১৮-তে নথিভুক্ত। **দলিল নং আই-৪৫১৮/১৯ অনুয

জনজাতি গৌরব উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: জনজাতি সমাজের ঐতিহ্য, সংগ্রাম ও আত্মমর্যাদাকে স্মরণ করে দুর্গাপুরের কেন্দ্রীয় গবেষণাগার সিএসআইআর-সিএমইআরআইতে আয়োজিত হল জনজাতি গৌরব উৎসব। শনিবার এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন ও অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিএমইআরআই-এর ডিরেক্টর নরেশ চন্দ্র মুর্মু-সহ সংস্থার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু সিএমইআরআই-য়ের গবেষণা ও প্রযুক্তিগত কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন। তাঁর দাবি, এই গবেষণাগারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হচ্ছে ছোট ছোট ট্রাক্টর-সহ বিভিন্ন ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি। বিশেষ করে কৃষিকাজ ও গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত মানুষের কাছে এই সমস্ত যন্ত্র যথেষ্ট উপযোগী হয়ে উঠছে। এর ফলে উপকৃত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ, বিশেষত গ্রামীণ এলাকার মানুষজন।মন্ত্রী আরও জানান, শুধু গবেষণাগারে যন্ত্রপাতি তৈরি করাই নয়, সেই প্রযুক্তি যাতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়, তার জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিএসআর ফান্ডের মাধ্যমে এই সমস্ত যন্ত্রপাতি উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বেশ কিছু যন্ত্রপাতি ভর্তুকি বা সাবসিডির মাধ্যমেও দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। এর ফলে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষও আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করতে পারছেন বলে জানান মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, গবেষণাগারে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি যদি বাস্তব জীবনে মানুষের কাজে লাগে, তবেই সেই গবেষণার প্রকৃত সার্থকতা। কৃষি থেকে শুরু করে বিভিন্ন গ্রামীণ কাজকর্মে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়লে মানুষের শ্রম ও সময় দুটোই সাশ্রয় হবে। একই সঙ্গে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ক্ষেত্রেও এই ধরনের প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এদিনের অনুষ্ঠানে সিএমইআরআই-এর ডিরেক্টর নরেশ চন্দ্র মুর্মু-সহ সংস্থার বিজ্ঞানীরা উপস্থিত ছিলেন। গবেষণাগারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের উন্নয়নে গবেষণার সুফল পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টিও অনুষ্ঠানে গুরুত্ব পায়।

বাড়ির দোরগোড়ায় পড়ে অন্তঃসত্ত্বা মহিলার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বাড়ির দোরগোড়ায় পড়ে রয়েছে এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলার মৃতদেহ। শনিবার সাতসকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার অন্তর্গত সগরভাঙা গোপীনাথপুর গ্রামের তাঁতিপাড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোকওভেন থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ সিকিউরিটি গার্ডের কাজ সেরে বাড়ি ফেরেন তাঁতিপাড়ার বাসিন্দা শম্ভুনাথ ঘোষ। বাড়িতে ঢুকতে গিয়েই তিনি দেখেন, তাঁর বাড়ির দোরগোড়ায় পড়ে রয়েছে এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলার নিথর দেহ। এই দৃশ্য দেখে তিনি হতবাক হয়ে যান। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় কোকওভেন থানায়।পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। কীভাবে ওই মহিলার মৃত্যু হল, তাঁর পরিচয় কী এবং কে বা কারা গভীর রাতে কিংবা ভোরের দিকে অন্যের বাড়ির দোরগোড়ায় মৃতদেহটি ফেলে রেখে গেল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দলবদলের পর পতাকা-ব্যানার অপসারণ: দলবদল করলেই কি মুছে ফেলতে হবে পুরনো রাজনৈতিক পরিচয়? একটি দলের পতাকা খুলে অন্য দলের পতাকা লাগানো কি রাজনৈতিক সৌজন্যের পরিচয়? মিনাখাঁর ধুতুরদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাম্প্রতিক ঘটনাকে ঘিরে উঠছে এমনই প্রশ্ন। তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া ব্যানার খুলে ফেলে এলাকায় এনসিপিআইয়ের পতাকা লাগানোর অভিযোগ উঠেছে দলবদলকারী সদস্যদের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, গতকাল ধুতুরদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০ জন সদস্যের মধ্যে প্রধান-সহ ১৮ জন তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে এনসিপিআইয়ে যোগ দেন।

৩৪ লক্ষ টাকার সরকারি প্রকল্পে আগাছার রাজত্ব, সাপের আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলি: সরকারি কোষাগারের প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত পূর্বস্থলী পঞ্চায়েতের পর্যটন কটেজ এখন কার্যত পরিত্যক্ত জঙ্গল। পর্যটকদের রাত্রিবাসের জন্য তৈরি এই প্রকল্পটি চালুর আগেই চরম অবহেলায় বেহাল হয়ে পড়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে গোটা চত্বর আগাছায় ঢেকে যাওয়ায় এলাকায় চন্দ্রবোড়া-সহ বিষধর সাপের উপদ্রব বেড়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

স্থানীয় ও পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালে প্রথমে কাষ্ঠশালী পিকনিক স্পট সংলগ্ন ছাড়িগঙ্গার পাড়ে ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কটেজ তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। তবে পরিযায়ী পাখিদের বিচরণে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কায় স্থান পরিবর্তন করে পূর্বস্থলী উত্তর বৈদিক পাড়া সংলগ্ন ডুবুরি পাড়ায় পঞ্চায়েতের নার্সারিতে প্রকল্পটি সরিয়ে আনা হয়। প্রথম পর্যায়ে চারটি ঘর ও একটি শিশু উদ্যান এবং পরবর্তীতে ২০২৪ সালে আরও তিনটি ঘর নির্মাণ করা হয়। সব মিলিয়ে মোট সাতটি কটেজ তৈরিতে খরচ হয় প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা।

অভিযোগ, বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনার জন্য টেন্ডারের মাধ্যমে একটি বেসরকারি সংস্থাকে কটেজটি লিজ দেওয়া হলেও, আজও তা পর্যটকদের জন্য খোলা হয়নি। দীর্ঘদিন তালাবন্ধ হয়ে পড়ে থাকায় সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে এবং ঝোপঝাড়ে ভরে গিয়ে তা এখন বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। লিজ দেওয়া সত্ত্বেও কেন কটেজটি চালু হল না? কবেই বা আগাছা পরিষ্কার করে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করা হবে? সেই নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার মানুষ। সরকারি অর্থের এমন অপচয় রুখতে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

যদিও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের দাবি তারা ওই কটেজটি একটি সংস্থাকে লিজ দিয়ে দিয়েছেন। তারা কেন এখনও চালু করেননি সেই বিষয়ে তারা কিছুই জানেন না।

কাটোয়া বাসস্ট্যান্ডে দুর্নীতির অভিযোগ! পোস্টারে শোরগোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: কাটোয়া মহকুমা বাসস্ট্যান্ডে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পাঁচজনের নাম উল্লেখ করে পোস্টার লাগানোকে কেন্দ্র করে শনিবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় কাটোয়ায়। ২০০৪-০৫ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে বাসস্ট্যান্ড চত্বরে লাগানো হয় ওই পোস্টার। পোস্টারটি নজরে আসতেই সাধারণ যাত্রী থেকে শুরু করে বাস মালিক ও চালকদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়। মুহূর্তের মধ্যেই পোস্টার ঘিরে জমে যায় মানুষের ভিড়। শুরু হয় নানা আলোচনা ও বিতর্ক।

পোস্টারে প্রথমেই নাম উল্লেখ করা হয়েছে কাটোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের। এছাড়াও নাম রয়েছে নারায়ণচন্দ্র সেন ও সমীর হাজরার। পাশাপাশি পোস্টারে সম্পাদক হিসেবে কাটোয়ার সাংবাদিক রণদেব মুখোপাধ্যায় এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে আশিস দত্তের নাম উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পোস্টারে উল্লিখিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়েছে। তবে পোস্টারে ওঠা অভিযোগগুলির সত্যতা স্বাধীন ভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে ভারতীয় মজদুর সংঘের (বিএমএস) নেতা মৃণাল বসু সরব হন। তাঁর অভিযোগ, ২০০৫ সাল থেকে অভিযুক্তরা অসৎ উপায়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। এই গোটা ঘটনার পিছনে কাটোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মদত বা ভূমিকা রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

কে বা কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে পোস্টার লাগানোর ঘটনাকে সমর্থন জানিয়েছেন মৃণাল বসু। তাঁর বক্তব্য, যাঁরা এই পোস্টার লাগিয়েছেন, তাঁরা সঠিক কাজই করেছেন। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, এই ঘটনায় শুধুমাত্র নারায়ণচন্দ্র সেন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং কয়েক মাস জেল খাটার পর বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত। কিন্তু বাকি যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা উচিত।

বাসস্ট্যান্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল এলাকায় এমন পোস্টার ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দীর্ঘদিনের আর্থিক লেনদেন ও দুর্নীতির অভিযোগের প্রকৃত সত্য সামনে আনতে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি উঠছে।

পর্যটন বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আসবেন নবদ্বীপে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রাজ্যের পর্যটন বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বরুণকুমার রায় আসতে চলেছেন নবদ্বীপে। রবিবার নবদ্বীপে এসে প্রাচীন মায়াপুর মহাপ্রভুর জন্মস্থান সংলগ্ন ভাগীরথী নদীর ঘাটে নদী ভাঙন-সহ জলপথ এবং সড়কপথে আরও দ্রুততার সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়াও পর্যটন দপ্তরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরিদর্শন করবেন। শ্রীচৈতন্য বিজড়িত শহর নবদ্বীপে রাস পূর্ণিমার উদ্বোধনে এসে প্রথম পর্যায়ে দু' কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামী দিনে চিত্রনা করি নবদ্বীপ এবং মায়াপুরকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান সরকার। প্রতিদিন তীর্থ নাগরী নবদ্বীপ এবং মায়াপুরে হাজার হাজার পর্যটক আসেন। তাদের কথা মাথায় রেখে পর্যটকদের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো উন্নত করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত পরিবহন সচিবের নবদ্বীপ সফর বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নবদ্বীপে রাস উৎসবে উদ্বোধন করতে এসে মহাপ্রভুর জন্মস্থান প্রাচীন মায়াপুরে যান। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জন্মস্থানের মহাধ্যক্ষরা বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধার কথা তুলে ধরেন। সেই মতো মুখ্যমন্ত্রী তাদের আশ্বাসও দেন। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার এক সপ্তাহ কাটতে না-কাটতেই পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত সচিব(পর্যটন) বরুণ কুমার রায় পর্যবেক্ষণে আসছেন। যদিও এ বিষয়ে নদীয়ার জেলাশাসক শ্রীকান্ত পল্লি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নবদ্বীপে এসেছে যা যা ঘোষণা করেছিলেন তা খতিয়ে দেখতেই তিনি আসছেন। মূলত গঙ্গা ভাঙন থেকে শুরু করে নদীপথ এবং সড়কপথে পর্যটন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নত ছাড়াও নবদ্বীপের নিদয়া থেকে শুরু করে মায়াপুর পর্যন্ত ভাগীরথী নদের ওপর সেতুবন্ধনের বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের ভাবনা রয়েছে। সেইমতো রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব নবদ্বীপে আসছেন রবিবার সকালে। অসমর্থিত সূত্রে খবর, তিনি সম্ভবত নদীপথে নবদ্বীপের গঙ্গা ভাঙন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন তাছাড়াও পর্যটন বিভাগের উদ্যোগে কী কী কাজ করা যায় নবদ্বীপে সেদিকেও পর্যালোচনা করবেন বলে জানা গিয়েছে।

বুলডোজার চালিয়ে উদ্ধার সরকারি জমি



নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বন দপ্তরের পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ করার পরেও দখলিকৃত সরকারি জায়গা না-ছাড়ায় শনিবার ঝাড়গ্রামের ঢোলকাট ও পুকুরিয়া এলাকায় বুলডোজার চালাল বনদপ্তর।

ওই এলাকায় গড়ে ওঠা সমস্ত অবৈধ নির্মাণ ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হল। বিগত কুড়ি বছরে বন দপ্তরের জায়গা দখল করে গড়ে উঠেছিল একাধিক বসতবাড়ি ও দোকান ঘর। সেই সমস্ত সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করতে অভিযান চালান বন বিভাগের আধিকারিকরা। বুলডোজার চালিয়ে সমস্ত অবৈধ নির্মাণ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রাম শহরের ঢোল কাট ও পুকুরিয়া এলাকায় বনদপ্তরের সরকারি জমি দখল করে বসতবাড়ি ও দোকানঘর নির্মাণের অভিযোগ ছিল দীর্ঘদিনের।

বনদপ্তরের পক্ষ থেকে কয়েকবার সরকারি জমি ছেড়ে দেওয়ার আবেদনও জানানো হয়েছিল। কিন্তু সরকারি আবেদনে কোনও কাজ না-হওয়ায় এদিন বেআইনি ভাবে দখলিকৃত জমি উদ্ধার করতে শনিবার পুলিশ ও বুলডোজার নিয়ে ওই এলাকায় যান বন দপ্তরের আধিকারিকরা। সকাল ১০টা নাগাদ শুরু হয় সরকারি জমি পুনরুদ্ধারের কাজ। বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় একের পর এক অবৈধ ভাবে গড়ে ওঠা বাড়ি ও দোকানঘর।

স্কুল, পঞ্চায়েত পরিদর্শনে জেলাশাসক, পড়ুয়াদের সঙ্গে খেলেন মিড-ডে মিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের চলুন হাই স্কুল এবং চলুন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা পরিদর্শন করলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বালাসুব্রহ্মণ্যম টি (আইএএস)। এদিনের এই পরিদর্শনে জেলাশাসকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সামিরুল ইসলাম এবং গঙ্গারামপুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) অনিরুদ্ধ লাহিড়ি।



পরিদর্শনকালে জেলাশাসক চলুন হাই স্কুলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য 'ভিবিজিরামজি' এবং অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে কী কী কাজ করা যেতে পারে, তা খতিয়ে দেখেন। এরপর তিনি বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের ভবিষ্যৎ ও কর্মজীবন গড়ার বিষয়ে উৎসাহিত করেন। পাশাপাশি, এদিন জেলাশাসক নিজে স্কুলে মিড-ডে মিলের খাবারও চেখে দেখেন।

স্কুল পরিদর্শনের পাশাপাশি জেলাশাসক চলুন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাও ঘুরে দেখেন। সেখানে সুপারভাইজাররা ন্যাশনাল মোবাইল মনিটরিং সফটওয়্যার (এনএমএমএস) অ্যাপের মাধ্যমে শ্রমিকদের হাজিরা কীভাবে নিচ্ছেন, তা তিনি খতিয়ে দেখেন এবং উপস্থিত শ্রমিকদের সঙ্গেও কথা বলেন। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন পরিদর্শনের পর জেলার সমস্ত ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকদের (বিডিও) বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, প্রত্যেক বিডিও যেন ব্যক্তিগত অগ্রাধিকার দিয়ে নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে তাঁদের এলাকার সমস্ত হাই স্কুল ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শন করেন। স্কুলগুলির পরিকাঠামোগত ও মানবসম্পদ সংক্রান্ত প্রধান সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে 'ভিবি জি রাম জি' এবং অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে দ্রুত তা সমাধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

একইভাবে, জেলার সমস্ত ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (বিপিএইচসি) এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির (পিএইচসি) উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এই প্রকল্পগুলিকে কাজে লাগিয়ে নিয়মিত নজরদারি চালানোর কথা বলেছেন জেলাশাসক। এই সমস্ত কাজ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পন্ন করার জন্য বিডিওদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 'ভিবি জি রাম জি'র ডিএনও (ডিএনও), ওসি এডুকেশন (ওসি এডুকেশন) এবং ওসি হেলথকে (ওসি হেলথ)।

গো-মাংস বিক্রির অভিযোগ, ধৃত ২, উদ্ধার ৩৬ কেজি মাংস

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: সরকারি বিধিনিষেধ অমান্য করে বেআইনি ভাবে গোরু জবাই এবং গো-মাংস বিক্রির অভিযোগে দেগঙ্গায় কসাইখানায় অভিযান চালাল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার ভোরে দক্ষিণ কলসুরের মীরপাড়া এলাকায় হানা দিয়ে দুই কসাইকে গ্রেপ্তার করেছে দেগঙ্গা থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩৬ কেজি গো-মাংস। তবে পুলিশের অভিযানের আঁচ পেয়ে কসাইখানার মালিক পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত দক্ষিণ কলসুরের মীরপাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি ভাবে গোরু জবাই করে গো-মাংস বিক্রির কারবার চলছিল বলে অভিযোগ। ভোরের আলো ফোটার আগেই এই কারবার চালানো হতো বলে খবর পায় পুলিশ। সেই সূত্র ধরেই শনিবার ভোরে সংশ্লিষ্ট কসাইখানায় অভিযান চালানো হয়।

পুলিশি অভিযানে ঘটনাস্থল থেকে ৩৬ কেজি গো-মাংস উদ্ধার হয়। গ্রেপ্তার করা হয় উসমান আলি এবং মোঃ সেলিম নামে দুই ব্যক্তিকে। অন্যদিকে, কসাইখানার মালিক মোকসেদ আলি পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের গ্রেপ্তারের পর বারাসত আদালতে পেশ করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাংসের উৎস কী, কোথা থেকে গোরু আনা হচ্ছিল এবং এই কারবারের পিছনে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পলাতক কসাইখানার মালিকের সন্ধানেও শুরু হয়েছে তল্লাশি।

জনসংযোগ শুরু বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: সংখ্যালঘু ও পিছিয়ে পড়া মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনতে এবং তাঁদের উন্নয়নের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে জামালপুরে জোরকদমে জনসংযোগ শুরু করল বিজেপি। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে জামালপুর ব্লকের রামনাথপুর এলাকায় একটি বিশেষ কর্মী ও পাড়া বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এলাকার সাধারণ মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়িয়ে ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছেন জামালপুর ১ নম্বর মণ্ডলের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আবুল হাসান ওরফে টগর, ব্লক সভাপতি আজিজুল মণ্ডল এবং ইদ্রিস মণ্ডল ওরফে ইদু।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় চার মাস আগে পূর্ব বর্ধমান জেলায় বিজেপির মাইনরিটি সেলের উদ্যোগে পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে এই বিশেষ সাংগঠনিক কাজ শুরু হয়। দলীয় পদমর্যাদার ঊর্ধ্বে উঠে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এলাকার অসহায় ও দরিদ্র মানুষদের বিপদে-আপদে নিরলসভাবে পাশে দাঁড়াচ্ছেন আবুল হাসান ওরফে টগর, আজিজুল মণ্ডল এবং ইদ্রিস মণ্ডল ওরফে ইদু। এলাকাবাসীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই দরিদ্র পরিবারগুলির পাশে থেকে চাল-ডাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ থেকে শুরু করে যে কোনও দৈনন্দিন সমস্যায় সবার আগে এগিয়ে আসেন টগর ও ইদুরা। রামনাথপুরের এদিনের বৈঠকে মূল নেতৃত্ব দেন আবুল হাসান ওরফে টগর। বৈঠকে এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও নানা সমস্যার কথা শোনা হয়।

ট্রাইব্যুনালে আবেদনকারীদের নথি যাচাইয়ে বাড়িতে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় নাম বাদ যাওয়া নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই এবার চন্দননগরে নজিরবিহীন তৎপরতা দেখা গেল পুলিশের। যাঁরা নাম বাদ পড়ার পর ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানিয়েছিলেন, শুক্রবার থেকে তাঁদের বাড়ি গিয়ে নথিপত্র ও শংসাপত্র খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে পুলিশ। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে চন্দননগরের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।



শুক্রবার চন্দননগর বিধানসভার ১২ নম্বর বুথে পুলিশের আচমকা উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে ঘটনার শুরু। জানা গিয়েছে, ওই বুথে মোট ৮৯ জন ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল, যার মধ্যে ৬৪ জন ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন। পাশের ১৩ নম্বর বুথেও চিত্রটা প্রায় একই, সেখানে বাদ পড়া ৬৮ জন ভোটারের মধ্যে ৪৮ জন ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হন। পুলিশ মূলত এই আবেদনকারীদের বাড়িতে গিয়েই তাঁদের পরিচয় ও জন্ম সংক্রান্ত নথি পরীক্ষা করছে।

পুলিশের এই তৎপরতার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ভুক্তভোগী বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, শুনানির সময় ডাকা হলেও কোনো নথিপত্র পরীক্ষা না করেই এবং বৈধ জন্মের শংসাপত্র থাকা সত্ত্বেও নাম কেটে দেওয়া হয়েছে।

কলুপুকুর এলাকার বাসিন্দা গোটা বিষয়টিতে বিস্ময় প্রকাশ করে জানান, স্থানীয় বাসিন্দা এবং উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের দুই ভাইয়ের নাম বাদ পড়েছে, অথচ বাবার নাম থাকায় তিনি ভোট দিয়েছেন। তার প্রশ্ন, তাভোটার তালিকার কাজ নির্বাচন কমিশনের হলেও বিএলও বা ইআরওরা কোনও সদুত্তর দিচ্ছেন না, উলটে পুলিশ বাড়িতে এসে জন্মের শংসাপত্র দেখতে চাইছে। এমনকি জোকায় অবস্থিত ট্রাইব্যুনালে গিয়েও তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে তিনি অভিযোগ করেন।

একই সুর শোনা গিয়েছে কলুপুকুরের আরেক বাসিন্দার গলায়। তিনি জানান, প্রতিবার ভোট দিলেও এবার তাঁর স্ত্রী ভোট দিতে পারলেও নাম বাদ পড়ায় তিনি এবং তাঁর পরিবারের মোট পাঁচজন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

জাতীয় পতাকা হাতে পথে পাণ্ডবেশ্বরবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: রেলগেট বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘিরে শনিবার কার্যত উত্তপ্ত হয়ে উঠল পাণ্ডবেশ্বরের ফুলবাগান মোড় সংলগ্ন এলাকা। ডালুরবাঁধ সাইডিং যাওয়ার রেলগেট স্থায়ীভাবে বন্ধ করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাস্তায় নামলেন এলাকার কয়েকশো মানুষ। দলমত নির্বিশেষে জাতীয় পতাকা হাতে বিক্ষোভে শামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা। রেল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দফায় দফায় স্লোগানে সরগরম হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আরপিএফ ও পূর্ব রেলের আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন আগেই পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে পাণ্ডবেশ্বর,ডালুরবাঁধ সাইডিং রেললাইনের ১/১৮ ও ১/১৯ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে অবস্থিত একটি প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রসিং স্থায়ীভাবে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২৮ নভেম্বর ২০২৬ থেকে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের জন্য ওই রেলগেট বন্ধ করার কথা। বিকল্প হিসেবে যানবাহনগুলিকে নিকটবর্তী রোড ওভারব্রিজ ব্যবহার করে রানিগঞ্জ-পাণ্ডবেশ্বরের মধ্যবর্তী জাতীয় সড়ক ৬০ ধরে যাতায়াত করতে হবে।

শনিবার সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে রেলগেট বন্ধের প্রক্রিয়া শুরু করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন আরপিএফ ও রেলের আধিকারিকরা। কিন্তু তাঁদের উপস্থিতি টের পেতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। রেলগেট বন্ধের প্রতিবাদে শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, এই রেলগেট শুধু যাতায়াতের রাস্তা নয়, পাণ্ডবেশ্বরের জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম।

স্থানীয়দের দাবি, রেলগেটের একদিকে রয়েছে পাণ্ডবেশ্বর থানা, প্রশাসনিক দপ্তর, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও একাধিক স্কুল। অন্যদিকে রয়েছে পাণ্ডবেশ্বরের মূল বাজার, পোস্ট অফিস এবং কলেজে যাওয়ার রাস্তা। শুধু তাই নয়, একাধিক দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বাসও এই রাস্তা দিয়েই চলাচল করে। ফলে রেলগেট বন্ধ হয়ে গেলে ব্যবসায়ী, পড়ুয়া থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, সকলকেই চরম সমস্যার মুখে পড়তে হবে বলে আশঙ্কা তাঁদের।

বিক্ষোভকারীদের স্পষ্ট দাবি, নিরাপত্তার স্বার্থে রেল কর্তৃপক্ষ যদি রেলগেট বন্ধ করতেই চায়, তাহলে তার আগে বিকল্প যাতায়াতের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু দূরের ওভারব্রিজ দিয়ে ঘুরপথে যাতায়াতের নির্দেশ দিলে সমস্যার সমাধান হবে না। ফুলবাগান মোড় সংলগ্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখে বিকল্প রাস্তা তৈরি করতে হবে। অন্যথায় রেলগেট বন্ধের সিদ্ধান্ত তাঁরা মেনে নেবেন না।

কালনা মহকুমা হাসপাতালে দমকল বিভাগের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল স্থানে অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনা মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি ও সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে হাসপাতালে ভর্তি অসুস্থ রোগীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে অগ্নিকাণ্ডের সময় কী ভাবে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, সেই বিষয়ে হাসপাতাল কর্মীদের সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল কালনা দমকল বিভাগ। শনিবার কাল

‘বুলডোজার চালাতে মনের জোর লাগে’





লখনউ, ২৮ নভেম্বর: গত ১০ বছরে উত্তরপ্রদেশ রাজনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গিয়েছে বুলডোজার। উত্তরপ্রদেশ তো বটেই, গোটা ভারতে ‘বুলডোজার বাবা’ নামে পরিচিত মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই বুলডোজার নিয়েই এবার মুখ খুললেন যোগী। সগর্বে বললেন, ‘বুলডোজার নিয়ে কথা বলা সহজ। কিন্তু চালানো সহজ নয়, চালাতে গেলে মনের জোর লাগে।’ এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেই ইস্যুতেই এবার মুখ খুললেন যোগী।

উল্লেখ্য, যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর সরকারের প্রতীক হয়ে উঠেছে বুলডোজার। অপরাধীদের বেআইনি সম্পত্তি এবং অবৈধ দখলদারি উচ্ছেদে বারবার বুলডোজার ব্যবহার করেছে তাঁর প্রশাসন। তবে এই পদক্ষেপ নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে। যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের উচ্ছেদের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এই সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরপ্রদেশ এবং দেশের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন। তাঁর সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, মহিলা সংরক্ষণ এবং প্রস্তাবিত আসন পুনর্বিন্যাস নিয়েও কথা বলেন তিনি।

আগামী বছর উত্তরপ্রদেশে রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে শনিবার এনডিটিভি ক্রিয়েটর্স মঞ্চে এক সাক্ষাৎকারে বুলডোজার নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন যোগী। তিনি বলেন, ‘বুলডোজার নিয়ে কথা বলা সহজ, কিন্তু সবার পক্ষে এর স্টিয়ারিং ধরা সম্ভব নয়। বুলডোজার চালাতে গেলে ইচ্ছাশক্তির দরকার, মনের জোর লাগে। এবং শেষ পর্যন্ত করে দেখানোর মতো দৃঢ় প্রকল্প প্রয়োজন।’

২০২৭-এর নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে বিজেপির জয় নিয়েও আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী। একদা নিজের লোকসভা কেন্দ্র গোরক্ষপুর প্রসঙ্গে যোগী বলেন, সমাজবাদী ক্ষমতায় থাকাকালীনও গোরক্ষপুরে বিজেপি জিতেছিল। এবং সপা প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল যোগী আরও বলেন, ‘২০১৭ সালের নির্বাচন ও ২০২২ সালের নির্বাচনেও একই ঘটনা ঘটেছে। ২০২৪ সালে গোরক্ষপুরে সবকটি আসনে বিজেপি জয়ী হয়েছে। গোটা উত্তরপ্রদেশই আমার ঘর। রাজ্যের সব আসনে বিজেপি ও তার সহযোগীরা একই ফল করবে।’

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, বুলডোজার আসলে প্রতীক। একদা অপরাধপ্রবণ রাজ্য হিসেবে পরিচিত উত্তরপ্রদেশকে ‘মাফিয়ারাজ’ মুক্ত করতে এই বুলডোজারকে হাতিয়ার করেছেন যোগী। অপরাধীদের জব্দ করতে বারবার সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে বুলডোজার। আসন্ন নির্বাচনেও সেই বুলডোজারই অস্ত্র হতে চলেছে যোগীর।

২৩০০ কোটির বিদেশি ব্যবসা খোয়াল অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ



ঢাকা, ২৮ নভেম্বর: আগামী মাসে শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন বার্তায় কার্যত অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। এই মুহূর্তে রাজধানী ঢাকার আশপাশের এলাকার পরিস্থিতি বেশ অশান্ত। একইসঙ্গে দেশের পোশাক শিল্পে অরাজকতা চলছে। ন্যূনতম দৈনিক মজুরি বৃদ্ধির দাবি অক্টোবরের শেষ থেকে শ্রমিক আন্দোলন চলছে। যার জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বেশ কিছু পোশাক কারখানা। আর এই অবস্থায় মোটা অঙ্কের ব্যবসা খোয়াল বাংলাদেশ। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বস্ত্রশিল্পের চাহিদা মেটানো দেশটি অন্তত ২৩০০ কোটি টাকার বিদেশি ব্যবসা খোয়াল! বিভিন্ন সংবাদসংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, নামী বিদেশি পোশাক ব্র্যান্ডগুলি বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে।

এত বড় আর্থিক ক্ষতির জন্য তারেক সরকারকে দায়ী করেছেন পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী হাসিনার ‘নিষিদ্ধ’ দল আওয়ামি লীগ। জারা, এইচ অ্যান্ড এম, মার্কস অ্যান্ড স্পেনসর্সের মতো নামীদামি বিদেশি পোশাক ব্র্যান্ডগুলির জামাকাপড় জোগান দেয় বাংলাদেশের পোশাকশিল্প। নারায়ণগঞ্জ, গাজিপুর, আশুলিয়ার শত শত কারখানায় চব্বিশ ঘণ্টা কাজ চলে। বস্ত্রশিল্প এ দেশের অতি শক্তিশালী অর্থনৈতিক জায়গা। ইউরোপ, আমেরিকার বেশিরভাগ নামী পোশাক সংস্থা বাংলাদেশের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে এদেশের বস্ত্রশিল্পের প্রভূত ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। একমাসেরও বেশি সময় ধরে কারখানাগুলিতে শ্রমিক আন্দোলন, কর্মবিরতি, তালা। ন্যূনতম মজুরির দাবিতে কাজকর্ম ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসেছেন শ্রমিকরা। কিন্তু কোনওভাবেই তারেক রহমান সরকার তাঁদের দাবি মেনে নেয়নি। এই অবস্থায় কাজ বন্ধ করে দেওয়ায় কারখানার মালিকরাও বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। আর সময়মতো জামাকাপড়ের জোগান না পেয়ে ক্ষুব্ধ বিদেশি ব্র্যান্ডগুলি অগ্রিম অর্ডার বাতিল করেছে।

হিসেব বলছে, জারা, এইচ অ্যান্ড এম, মার্কস অ্যান্ড স্পেনসর্স , তিনটি সংস্থার অর্ডার বাতিল হওয়ায় অন্তত ২৩৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বাংলাদেশের, যা দেশের মোট জিডিপির ১০ শতাংশ। দেশের বিভিন্ন বড় সংস্থাগুলির মালিকরা জানাচ্ছেন, এই মুহূর্তে নিজেদের বস্ত্রশিল্পের বেহাল দশা এবং বিদেশি সংস্থার চাহিদা পূরণে ভারতের মতো দেশ এগিয়ে রয়েছে। এভাবে বেশিদিন চলতে থাকলে আর্থিক ক্ষতি থেকে দেশকে উদ্ধার করা ক্রমশ কঠিন হয়ে যাবে।

Bermajur - I Gram Panchayat
PO – Bermajur Hatkhola PS _ Sadeshkhali
Sandeshkhali-II Dev Block, 24 Parganas (N)
NIT has been invited by the Bermajur - I Gram Panchayat under Sandeshkhali-II Dev Block, North 24 parganas vide **e-Tender No. 577/BER /2026,** dated **26.11.2026 (Memo no.577/BER/2026)**. Last date of bid submission for the NIT is **05.12.2026 up to 14.00 hrs.** For other information please follow the website : **http://etender.wb.nic.in**
Sd/-
E.A. , Bermajur - I Gram Panchayat

Notice Inviting e-Tender
NIT NO.: NBM/PWD/NIT-10(1-3)/2026 vide Tender Id: 2026_MAD_5090908_1 to 2026_MAD_5090908_3.
Last date of submission of e-tender **12/12/2026 at 11:00 Hrs.** E-Tenders are being invited by The Administrator North Barrackpore Municipality. For details, please the visit website **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/- **Administrator**
North Barrackpore Municipality

JETIA GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.: Jetia, North 24 Pgs.
NOTICE INVITING TENDER
e-Tender is invited from experienced and resourceful bidders for execution of 3 (Three) nos of work. **NIT No.: JGP/684/2026, Dated: 28/11/2026,** Details contact website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
Jetia Gram Panchayet

NOTICE INVITING e - TENDER
Memo No: 291 Date: 25.11.2026
e- NIT No: WBPMID/GHT/BIR/NIT-04/2026-27 Online e-Tenders are invited by the Executive Assistant, Birsingha Gram Panchayat, from bonafide and experienced contractors for 18 works (Cattle Shelters & CC Roads) Under the VB-G RAM- G Fund (Tender Value Rs. 1,34,710/- to Rs. 8,25,750/-)
Online Bid Submission: 26.11.2026 (10.10 AM) to 03.12.2026 (06:50 PM)
Physical DD Submission (EMD & Tender Fee):Up to 07.12.2026 (4:00 PM)
Technical Bid Opening: 08.12.2026 (11:00 AM)
Details are available on http://wbtenders.gov.in and the GP Office Notice Board.
Sd/-
Executive Assistent
Birsingha Gram Panchayat

Office of the Prodhan
Nowda Gram Panchayat
Under Nowda Dev. Block.
Vill+P.O –Nowda, P.S-Nowda, Dist- Murshidabad
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:- **01/2026-27/15th CFC/NGP Dated:-26/11/2026.** The last date of online submission of tender is **05-12-2026 up to 18 hours.** For details, please visit website **http://tenders.wb.gov.in**
Sd/- Dibbendu Mondal
(EA, Nowda GP)

৫০০ টাকা পর্যন্ত ইউপিআই লেনদেনে বন্ধ এসএমএস অ্যালার্ট



নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর: ২০২৭ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকেই ইউপিআই লেনদেনের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম চালু করতে চলেছে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক। ৫০০ টাকা বা তারও কম ইউপিআই লেনদেনের জন্য এবার এসএমএস অ্যালার্ট পাঠানো বন্ধ করবে দেবে ওই বেসরকারি ব্যাঙ্কটি। তবে ৫০০ টাকার উপরে লেনদেন হলে, সে ক্ষেত্রে মেসেজ বার্তা পাঠানো আগের মতো অব্যাহত থাকবে বলে খবর বেসরকারি ব্যাঙ্ক সূত্রে। আরবিআই-এর অনলাইন লেনদেন সংক্রান্ত সংশোধিত নির্দেশিকারর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই পরিবর্তন করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। আরবিআই-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী, ৫০০ টাকার বেশি অঙ্কের সমস্ত অনলাইন ব্যাঙ্কিং লেনদেনের ক্ষেত্রে গ্রাহককে এসএমএস অ্যালার্ট পাঠাতে হবে ব্যাঙ্কগুলিকে। অন্যদিকে, ৫০০ টাকা বা তার কম লেনদেনের ক্ষেত্রে এই এসএমএস পাঠানো হবে কি না, তার সিদ্ধান্ত ব্যাঙ্কগুলিকে স্থির করার কথা জানানো হয়েছে। এই ধরনের মেসেজের ক্ষেত্রে গ্রাহকের কাছ থেকে কোনও অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া যাবে না বলে জানিয়েছে আরবিআই। এসএমএসের মাধ্যমেই নোটিফিকেশনে এই বদল আনার সিদ্ধান্তের কথা গ্রাহকদের জানিয়েছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। গ্রাহকদের জানানো হয়েছে, ৫০০ টাকার কম ইউপিআই লেনদেনের মেসেজ পাঠানো বন্ধ করে দিলেও, সব ইউপিআই লেনদেনের জন্য গ্রাহকদের ইমেলে অ্যালার্ট পাঠাবে ব্যাঙ্ক। অর্থাৎ, ১০০, ২০০, ৫০০ টাকার মতো ছোট অঙ্কের ইউপিআই লেনদেন করলে, তার জন্য এইচডিএফসিআই-এর তরফে কোনও এসএমএস নোটিফিকেশন পাবেন না গ্রাহক। তবে ব্যাঙ্কে গ্রাহকের মেল আইডি নথিভুক্ত থাকলে, সেখানে লেনদেন সংক্রান্ত আপডেট পাওয়া যাবে।

আফগানিস্তানের স্কুলে বিস্ফোরণে নিহত সাত পড়ুয়া, জখম শতাধিক



কাবুল, ২৮ নভেম্বর: স্কুল চলাকালীন জোরালো বিস্ফোরণ ঘটল আফগানিস্তানের কুনার প্রদেশে। এই বিস্ফোরণে বহু পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলির প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। বিবিসি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্থানীয় প্রশাসনের তরফে প্রাথমিক ভাবে সাত জনের মৃত্যুর কথা জানানো হয়েছে। আহতের সংখ্যা শতাধিক। শনিবার সকালে আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কুনার প্রদেশে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশে এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় কার্যত ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে স্কুলটি। পুলিশের অনুমান, খনি এলাকার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ওই বাড়িতে ডিনামাইট মজুত করে রেখেছিলেন। কোনওভাবে সেখানেই বিস্ফোরণ ঘটে, আর যার প্রভাব পড়ে স্কুলটিতে। শনিবার সকালে কুনার প্রদেশের আন্দেরসির এলাকার আসাদাবাদে এক স্কুলের কাছে এই বিস্ফোরণ ঘটে। কুনার প্রদেশের পুলিশ প্রধান ফরিদ দেকান জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় সকাল ১০টার সময় বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে স্কুল। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, স্কুলের কাছেই একটি খনন সংস্থার বিস্ফোরক মজুত করার জায়গা ছিল। সেখান থেকেই বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিস্ফোরকের মজুতের ক্ষেত্রে অবহেলা বা অসতর্কতার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছে স্থানীয় প্রশাসন। এমনটাই জানিয়েছেন আফগান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র আবদুল মতিন কানি। কুনারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান জানিয়েছেন, যে বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটেছে, সেই বাড়ির লোকজন খনিতে কাজ করেন। খননকাজের জন্য ডিনামাইট মজুত করে রেখে ছিলেন তাঁরা। বিস্ফোরণের অভিঘাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ঠিক কতটা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঠিক কয়েক মাস আগেই অগস্টে বিস্ফোরণের দাপটে কেঁপে উঠেছিল আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল। একটি স্কুলে গ্রেনেড হামলা হয়, সেখানেও ৪০ পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছিল। পাশপাশি, সে দেশে ক্ষমতা তালিবানের হাতে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে লাগাতার হামলার জেরে বার বার অশান্ত হয়েছে সেখানকার জনজীবন। এই ঘটনাও তারই সূত্রে বলে মনে করছেন অনেকেই।

ইতালির স্কুলে নিষিদ্ধ হল বোরখা-নিকাব

রোম, ২৮ নভেম্বর: স্কুলে বোরখা ও নিকাব নিষিদ্ধ হল ইতালিতে। শুধু তাই নয়, স্কুলগুলিতে বিদেশি পড়ুয়াদের উর্ধ্বসীমাও বেঁধে দেওয়া হল। শরণার্থী বিতর্ক রুখতে গিয়ে পার্লামেন্টে পাশ হওয়া বিল অনুযায়ী ৩০ শতাংশের বেশি বিদেশি পড়ুয়া ভর্তি হতে পারবে না স্কুলে। কোনও ছাত্রী যদি বোরখা ও নিকাব পরে স্কুলে আসে, তাহলে সর্বোচ্চ ১ হাজার ইউরো (ভারতীয় মুদ্রায় ১ লক্ষ টাকারও বেশি) জরিমানা দিতে হতে পারে। এর আগে গত জুলাই মাসে স্কুলে বোরখা ব্যবহারের ওপর কড়াকড়ি আরোপের দাবি তুলেছিল সেখানকার ন্যাশনাল ফিউচার (এফএন) পার্টি। গত ফেব্রুয়ারি মাসে দলটি আত্মপ্রকাশের পর দেশে এই দলের দাপট ব্যাপকভাবে বাড়তে শুরু করেছে। রাজনৈতিক অবস্থানের দিক থেকে এরা মেলোনির দলের চেয়ে অনেক বেশি ডানপন্থী। আসন্ন নির্বাচনে এফএন পার্টি এফডিআই-কে টক্কর দিতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই ইতালিতে বড় পদক্ষেপ করল মেলোনি সরকার। অবশ্য মেলোনির দলের এই উদ্যোগ নতুন কিছু নয়। গত বছরের অক্টোবরে ইতালির সংসদে পেশ করা হয় এমনই এক বিল। যেখানে বলা হয়েছে, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, দোকান-পাঠ, অফিস-সহ অন্যান্য সার্বজনিক জায়গায় পুরোপুরি শরীর ঢাকা পোশাক পরা যাবে না। বিলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এইসব প্রকাশ্য স্থানে বোরখা কিংবা হিজাব পরা যাবে না। সংসদে বিলটি পেশ করেন মেলোনির দলের ৩ জন সাংসদ। বলা হয় বিলের উদ্দেশ্য দেশে ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবাদ ও ধর্মের দ্বারা ঘৃণা ছড়ানো বন্ধ করা। মেলোনি সরকারের দাবি, এই পদক্ষেপ ইটালিতে সামাজিক সম্প্রীতি বাড়াবে। এবং সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতাবাদকে গোড়া থেকে নির্মূল করবে। উল্লেখ্য, ২৬ নভেম্বর চেম্বার অফ ডেপুটিজ আইনটিতে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। পক্ষে ১৪২টি ভোট, বিপক্ষে ১১২টি ভোট পড়েছিল। চারজন সদস্য ভোটদান থেকে বিরত থাকেন। এর আগে ২০ নভেম্বর সিনেট ডিক্রিটিকে অনুমোদন দিয়েছিল, যার মাধ্যমে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে আইনটির পাশ হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে
ই-দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
উপ মুখ্য বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী/কলোনি, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, গোরখপুর ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনের (ই-টেন্ডারিং) মাধ্যমে ‘‘অবাধ’’ ই-দরপত্র আহ্বান করছেন :
দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও কাজের বিবরণ, **১. ১৬-২০২৬-কলোনি, কাজের নাম :** গোরখপুর এলাকার রেলওয়ে কোয়ার্টার, বাংলো এবং বাণিজ্যিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে মিটারিং এবং আনুষঙ্গিক কাজের সংস্থান (দুই বছরের জন্য)। আনুমানিক মূল্য : ৮,৪৮,০৮২.২৪ টাকা, ই.এম.ডি. অর্থ : ১৭,০০০.০০ টাকা, দরপত্র ফর্মের মূল্য - নেই, স্বীকৃতিপত্র জারির তারিখ থেকে কাজ সম্পূর্ণ করার সময়/মেয়াদ - ২৪ মাস।
● আগামী ১৮.১২.২০২৬ তারিখে দুপুর ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত অনলাইনে ই-দরপত্র জমা দেওয়া যাবে।
● এই দরপত্রগুলির বিপরীতে ম্যানুয়াল প্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং এই ধরনের কোনো ম্যানুয়াল প্রস্তাব প্রাপ্ত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। সম্পূর্ণ বিবরণ এবং বিড জমা দেওয়ার জন্য অনুগ্রহ করে ভারতীয় রেলওয়ের আইআরইপিএস-এর সরকারি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।
ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কলোনি,
CPRO/Elect-281 গোরখপুর
ট্রেনের ছাদে এবং পাদানিতে কখনোই ভ্রমণ করবেন না।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Executive Engineer-I, Kolkata South Health Electrical Division, PWDte., invites eNIT for “Annual Comprehensive Contract of different capacities with ARD of bed-cum-passenger & passenger (Other than OTIS & KONE) lift installed at different buildings within the premises of IPGME&R-SSKM Hospital and its Annex Building, Kolkata” vide Tender ID-2026_WBPWD_5089822_1. Last date of submissions - 07/12/26 upto 12.00 Noon. All documents can be seen / obtained from the websites https://tenders.wb.gov.in in and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-I, Kolkata South Health Electrical Division, PWDte.
ICA- T20366(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the undersigned for the work “Annual maintenance for entire Electrical Installation of Maulana Azad college, Bekar Govt. Hostel annex Building 162 of Bekar Hostel & Women Hostel for the year 26-27 - AMC of Air conditioning system.” e-Tender No: WBPWD/AE/74/PR/T/KCESD/I of 2026-27 and Tender ID: 2026_WBPWD_5090489_1. Documents Submission end date 07.12.2026 up to 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- (Gobinda Roy) Assistant Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Sub-Division-I
ICA- T20370(1)/2026

ময়দান

পারিবারিক সমস্যায় ডার্বির আগে ব্রাজিলে ফিরে গেলেন মিগুয়েল



নিজস্ব প্রতিবেদন: ডার্বির আগে মোহনবাগানের পরিকল্পনায় বড়সড় পরিবর্তন। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পাওয়া যাবে না ব্রাজিলীয় তারকা মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে। পারিবারিক কারণে শনিবার আচমকাই ব্রাজিলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন তিনি। ফলে চোট কাটিয়ে অনুশীলনে ফিরলেও বড় ম্যাচে তাঁর মাঠে নামা হচ্ছে না। মিগুয়েলের এই অনুপস্থিতিতে নতুন করে প্রথম একাদশ সাজানোর ভাবনা শুরু করতে হচ্ছে মোহনবাগান কোচ প্যানাজিওটিস দিলেমপেরিসকে। ইস্টবেঙ্গল থেকে মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার পর থেকেই খুব একটা স্বস্তিতে নেই মিগুয়েল। কখনও চোট, কখনও ফিটনেসের সমস্যা; বারবার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর স্বাভাবিক ছন্দে ফেরা। সবুজ-মেরুন জার্সিতে কয়েকটি ম্যাচে মাঠে নেমে গোল করলেও প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স এখনও দেখাতে পারেননি তিনি। এমনকী, এখনও পর্যন্ত কোনও ম্যাচেই টানা ৯০ মিনিট খেলার মতো জায়গায় পৌঁছতে পারেননি ব্রাজিলীয় মিডিও। চোটের কারণে শেষ চারটি ম্যাচে মাঠের বাইরে ছিলেন মিগুয়েল। সম্প্রতি অনুশীলনে ফিরে টানা দু’দিন পুরোদমে প্রস্তুতি সেরেছিলেন। তাই ডার্বিতেই তাঁর প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ম্যাচের আগের দিন পারিবারিক কারণে ব্রাজিলে ফিরে যাওয়ায় সেই অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হল। মিগুয়েলের পরিবারের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কোচ দিলেমপেরিস। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি ব্রাজিলীয় তারকার পরিবারের জন্য প্রার্থনাও করেছেন। অবশ্য মিগুয়েল না-থাকলেও মোহনবাগানের আক্রমণভাগে বিকল্প রয়েছে। সাম্প্রতিক ম্যাচগুলিতে তাঁকে ছাড়াই জয় পেয়েছে দল। গত ম্যাচে চোট কাটিয়ে ফিরেছেন জেমি ম্যাকলারেন। পুরো ম্যাচ না-খেললেও চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের দুই গোলের পিছনেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর। ম্যাকলারেন মাঠ ছাড়ার পরই বরং চাপ বেড়েছিল দলের ওপর। এই পরিস্থিতিতে দ্রাজিচ, জেলকোভিচ, ম্যাকলারেন ও আলবার্তোকে নিয়ে আক্রমণ সাজাতে পারেন প্যানোস। বড় ম্যাচের আগে মিগুয়েলের ব্রাজিল যাত্রা তাই মোহনবাগানের প্রস্তুতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করল।

ফলোঅন বাঁচাতে একমাত্র ভরসা জুরেল



নিজস্ব প্রতিবেদন: বল হাতে দুরন্ত লড়াই বাংলার আকাশ দীপের। তাঁর পাঁচ উইকেটের দাপটে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছিল ৩৫৬ রানে। কিন্তু ব্যাট হাতে সেই লড়াইয়ের মর্যাদা রাখতে পারল না ভারত। কিউয়িদের রান তাড়া করতে নেমে একের পর এক উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় দিনের শেষে চরম চাপে শুভমন গিলের দল। মাত্র ১১৬ রানেই ছ’টি উইকেট হারিয়েছে ভারত। নিউজিল্যান্ডের চেয়ে এখনও ২৪০ রানে পিছিয়ে। ফলোঅন এড়ানোই এখন প্রধান লক্ষ্য। অন্যদিকে, ১৩টি নো বল এবং জসপ্রীত বুমরাহর উইকেটহীন বোলিং ভারতীয় শিবিরের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। শনিবার পাঁচ উইকেটে ২৪৬ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করে নিউজিল্যান্ড। টম ব্লান্ডেল ৮৯ রান করে আউট হন। গ্লেন ফিলিপসের অবদান ৩৬ রান। শেষ পর্যন্ত ৩৫৬ রানে শেষ হয় কিউয়িদের প্রথম ইনিংস। ভারতের হয়ে ৯৯ রান দিয়ে পাঁচ উইকেট তুলে নেন আকাশ দীপ। প্রথম দিন দু’টি উইকেট নেওয়ার পর দ্বিতীয় দিনে আরও তিনটি উইকেট পান তিনি। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে টেস্টের এক ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়া ভারতের পঞ্চম পেসার হলেন আকাশ। এর আগে এই কৃতিত্ব রয়েছে মদনলাল, জাভাগল শ্রীনাথ, জাহির খান ও ইশান্ত শর্মার। তাঁর পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। তবে বুমরাহর পারফরম্যান্স হতাশ করেছে। ২৬ ওভার বল করে ছ’টি মেডেন-সহ ৪৯ রান দিলেও কোনও উইকেট পাননি তিনি। টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২৬ ওভার বল করে উইকেটহীন থাকার ঘটনা এই নিয়ে তৃতীয় বার ঘটল তাঁর সঙ্গে। এর আগে ২০২১ সালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ও লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এমন নজির গড়েছিলেন। তার ওপর ভারতীয় বোলারদের ঝুলিতে রয়েছে মোট ১৩টি নো বল। যা বোলিংয়ের শৃঙ্খলা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। ব্যাট করতে নেমে ভারতের বিপর্যয় শুরু হয় প্রথম ওভারেই। ম্যাট হেনরির বলে শূন্য রানে বোল্ড হন যশস্বী জয়সওয়াল। পাড়িক্কল করেন ২১, শুভমন ১৭, পন্থ ২৩ এবং রাহুল ২৫ রান। ওয়াশিংটন সুন্দর করেন ১০। কেউই বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। নিউজিল্যান্ডের হয়ে জ্যাকব ডাফি ও কাইল জেমিসন দু’টি করে উইকেট নিয়েছেন। ম্যাট হেনরি ও নাথান স্মিথ পেয়েছেন একটি করে উইকেট। দিনের শেষে ১১৬ রানে ছ’টি উইকেট হারিয়ে কার্যত কোণঠাসা ভারত। ক্রিজে রয়েছেন ধ্রুব জুরেল। আকাশ দীপের পাঁচ উইকেটের লড়াইকে কাজে লাগাতে হলে তৃতীয় দিনে ব্যাটারদের অসাধারণ কিছু করে দেখাতে হবে। অন্যথায় দ্বিতীয় টেস্টে হারের আশঙ্কা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

কলকাতা ২৫কে-তে তারকার মেলা, খেতাব ধরে রাখতে ফিরছেন দেগিতু

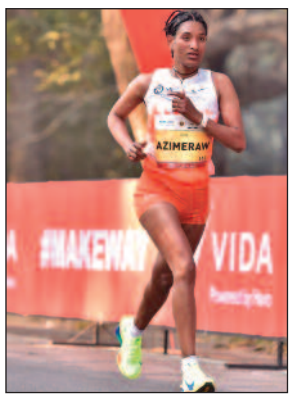



নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতার ১১তম সংস্করণ। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের গোল্ড লেবেল এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে নেতৃত্ব দেবেন কেনিয়ার ইসাইয়া কিপকোচ লাসোই এবং মহিলা বিভাগে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইথিওপিয়ার দেগিতু আজিমেরউ। পুরুষদের বিভাগে থাকছেন উগান্ডার স্টিফেন কিসা, তানজানিয়ার গ্যাব্রিয়েল জেরাল্ড গে, কেনিয়ার ব্রায়ান কিবর আকোতির ও জেমস কিপকোগেই। ২০২৪ সালে কলকাতায় ১ ঘণ্টা ১২ মিনিট ৩৩ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন কিসা। গে ২০২৬ বার্লিন ম্যারাথনে ব্রোঞ্জ জিতেছেন। মহিলাদের বিভাগে শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে নামবেন দেগিতু। গতবার ১ ঘণ্টা ১৯ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড সময় করেছিলেন তিনি। এবারের প্রতিযোগিতায় মোট পুরস্কারমূল্য ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ২৯৬ মার্কিন ডলার।

পুরুষ ও মহিলা বিভাগে সমান পুরস্কার দেওয়া হবে। দুই বিভাগেই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীরা পাবেন যথাক্রমে ১৫ হাজার, ১০ হাজার ও ৭ হাজার ডলার। থাকছে ৮ হাজার ডলারের রেকর্ড বোনাসও।

উল্লেখ্য, পুরুষ বিভাগে ১ ঘণ্টা ১১ মিনিট ১৩ সেকেন্ডের রেকর্ড কেনিয়ার ড্যানিয়েল সিমিউ এবেনিওর। মহিলাদের রেকর্ড ইথিওপিয়ার সুতুমে আসেফা কেবেদের (১ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড)। এবার সেই রেকর্ড ভাঙার দিকেও নজর থাকবে বিশ্বের সেরা দূরপাল্লার দৌড়বিদদের।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩,



একদিন নবপত্রিকা



‘পুতুলনাচের ইতিকথা’র নব্বই বছর বিস্ময়কর আকর্ষণে আজও অমলিন

স্বপনকুমার মণ্ডল

এ বছর (২০২৬) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’র(১৯৩৬) নব্বই বছর পূর্ণ হল। বাংলা উপন্যাসের ধারায় তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রকৃতি ও অপ্রতিরোধ্য জয়যাত্রা আজও অব্যাহত।

১৯৯৭-৯৮-এ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম এ পড়ার সময় ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’র পাঠে সামিল হই। তখন টেক্সের চেয়ে রেফারেন্সের প্রতি দৃষ্টি । শুধু তাই নয়, তাতে আহৃত ধনের বিজ্ঞাপনী চমকে আকৃষ্ট হওয়ার বয়স। উপন্যাসটির বয়স তখন একষট্টি-বাষট্টি। অথচ তাতে যৌবনের মৌবনে হাতছানি যথেষ্ট। অত্যন্ত সহজেই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে সদ্য পাশ করে গাওদিয়ায় আসা পঁচিশ-ছাব্বিশের শশী ডাক্তারের সঙ্গে রোগীবেশী পরাণের তেইশ বছরের বাঁজা বৌ কুসুমের প্রেমে অতৃপ্ত মনের প্রকাশ সমবয়সী ছাত্রছাত্রীদের মনে রেখাপাত করে। সেখানে প্রেমের বিচ্ছেদবিরহের দুটি বিষয় অসাধারণ ভাবে মনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে । তার প্রথমটি প্রেমে শশীর উপেক্ষা ও উদাসীনতায় বীতশ্রদ্ধ কুসুমের বিরূপ মনোভাবের প্রকাশ। পেটব্যথায় শশীর ডাক্তারের প্রত্যাশিত সাড়া না পেয়ে অভিমানিনী কুসুম চারদিন পরে ক্ষমা চাইতে এসে শশীর ঘরের পিছনে জানালার নীচে গোলাপের চারা মাড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে তার ইতিটানার প্রতীকায়ন আপনাতেই ভাবিয়ে তোলে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়, ‘শশী ঘুরিয়া বাগানে গিয়া দ্যাখে জানালার নিচে তাহার অত স্বাদের গোলাপচারাটি কুসুম দুই পায়ে মাড়াইয়া মাটিতে পুঁতিয়া দিয়াছে।‘ উপন্যাসের শুরুতেই বাজিতপুরে নদীর ধারে বটগাছের নীচে আশ্রয় নেওয়া বজ্রপাতে মৃত হরেন ঘোষের ছেলে পরাণের বাড়ির সঙ্গে শশীর নিবিড় সম্পর্কই শুধু নয়, সে ঘোষ পরিবারের অভিভাবকও হয়ে ওঠে। সেখানে প্রাণচঞ্চলা কুসুমের সঙ্গে পরকীয়ায় মন না দিলেও প্রেমের অপ্রতিরোধ্য টান অনুভব করত। কুসুমের প্রতি শশীর আকর্ষণ বাইরে প্রকাশ না পেলে মনে তাকে অস্থির করে তুলত। অথচ তার প্রকাশে নির্লিপ্ত ভাব উপেক্ষা আর উদাসীনতা বয়ে এনেছে বলেই প্রেমের গোলাপ মাড়িয়ে কুসুমের অপেক্ষা অবসান স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যৌবনের আবেগে প্রেম যেমন গভীর হয়, তেমনই তার আঘাতে শুধু বিমুখতাই নেমে আসে না, আরও বেশি অন্তর্মুখী করে তোলে। অন্যদিকে কুসুমের কথাবার্তায় সেই প্রেমের পরশের অভাবই শশীকে আর বেশি সচেতন করে তোলে। শুধু তাই নয়, শশীকে ক্রমশ অস্থির করে তোলায় একসময় সে পরানের অসুস্থ বৌয়ের মনের হদিশ পেতে চায়। মানিক সেই লক্ষ্যভেদী ভাষা প্রেমে বিজ্ঞাপনী চমক এনে দিয়েছিল আমাদের মনে, ‘শরীর ! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?’ বয়স বাড়লেও প্রেমের প্রকৃতি একই রকম থেকে । প্রেমের সেই মান-অভিমান, ভুল বোজাবুঝি, বিচ্ছেদের বিরহ থেকে মিলনের তীব্র আর্তি সবেতেই তার মোহ-মায়ার নিবিড় হাতছানি। শশী ও কুসুমের অসফল প্রেমের অন্তরদহনের ছবি উপন্যাসের অনেকটা অংশ জুড়ে বিস্তার। সেখানে পারস্পরিক আকর্ষণে পরকীয়ার কথা প্রকট হয়ে ওঠে, প্রেমিক-প্রেমিকার আবহই প্রাধান্য লাভ করে। সেক্ষেত্রে শশীর কাছে এলে কুসুমের চিত্তচাঞ্চল্যের কথার পরিপ্রেক্ষিতে শরীর থেকে মনের হদিশ স্বাভাবিক মনে হয়। শশীর মনের জিজ্ঞাসার অব্যবহিত পূর্বে কুসুম অকপটে জানিয়েছে, ‘আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?’

‘পুতুলদনাচের ইতিকথা’য় শশীর কলেজজীবনের বন্ধু কুমুদের সঙ্গে হারানের মেয়ে মতির প্রেম থেকে পরিণয়ের কথাও আছে। কার্তিক মাসে গাওদিয়ার কার্তিক পূজার উৎসবে বিনোদিনী অপেরার যাত্রার দলের অভিনেতা তথা জনার পুত্র প্রবীর ভূমিকায় বোহেমিয়ান কুমুদের গাওদিয়ায় আসা, শশীদের বাড়িতে যাওয়া, মতির সঙ্গে আকস্মিক পরিচয় ক্রমে দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠা, সেই প্রেমের তীব্রতা থেকে পরিণয় লাভ করা এবং ছিন্নমূল দাম্পত্যজীবনের প্রগাঢ় প্রেমে নিরুদ্দেশ যাত্রা সবেতেই লাগামহীন বিস্তার। সেক্ষেত্রে কুমুদ ও মতির মধ্যে শহুরে ভবঘুরে ছেলের সঙ্গে গেঁয়ো মেয়ের আশ্চর্য মেলবন্ধন বিস্ময় সৃষ্টি করে। আরও একটি জীবনদর্শন সেই ছাত্রজীবনে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল মনে। পরানের সঙ্গে যাত্রা শুনতে গিয়ে মতির বসার জায়গা না হওয়ায় অগত্যা শশী তাকে গ্রামের ধনী-মানী শীতলাবাবুর কলকাতা প্রবাসী ভাইয়ের অভিজাত পরিবারের মেয়েদের বসার জায়গায় বসিয়ে দেয়। সেখানে দুভাইয়ের পরিবারের নারীর সংখ্যাধিক্যে অসাধারণ একটি কথা চমক সৃষ্টি করে। লেখকের ভাষায়, ‘সংসারে যেখানে যত টাকা সেখানে তত নারী, সেখানে তত পাপ।‘ উপন্যাসে তা প্রাসঙ্গিক মনে না হলেও আমাদের ভাবিয়ে তুলেছিল। আমরা পাপ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাড়িয়ে নিয়েছিলাম। টাকার প্রাচুর্যে ভোগের আরতি থেকে পাপের বিস্তার আমাদের মনে স্বাভাবিক ভাবেই আলোড়ন তোলে। অন্যদিকে ভবঘুরে কুমুদকে সঁপে দেওয়া মতির প্রেমে যৌবনে প্রেমের রোমাঞ্চমুখর রহস্যময়তার আকর্ষণ নেই, নেই তার উষ্ণতার পরশ ও মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়নের মধুক্ষরণ। সেদিক থেকে শশী ও কুসুমের পরকীয়া অনেক বেশি উপাদেয় হয়ে ওঠে, বাস্তবতার নিরিখে বিশ্বাসের আলোয় প্রেমের উষ্ণতার পরশ ছড়িয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, সেই প্রেমের ট্র্যাজিক পরিণতিও আমাদের মিলনাকাঙ্ক্ষী মনকে আলোড়িত করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘পুতুল নাচ’ দেখাতে গিয়ে যেমন প্রেম দেখিয়েছেন, তেমনই প্রতাপও দেখিয়েছেন। যৌবন প্রেমে আকৃষ্ট হয়, প্রতাপে রুখে দাঁড়ায়। অথচ প্রেম ও প্রতাপকে নিয়ে জীবনের জয়-পরাজয়ের খেলার হিসেব মেলানো যায় না। সেখানে হিসাবি যাপন দিয়ে বেহিসাবি জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। একদিকে জীবনকে নিজের মতো উপভোগের প্রয়াস, অন্যদিকে জীবনকে সঁপে দিয়ে মিলনমধুর জীবনকে লাভ করার বাতিক। দুটি দিকের টানাপোড়নে পুতুল নাচের অদৃশ্য সুতো মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। সেক্ষেত্রে জীবনকে গুছিয়ে নিতে গিয়ে আকস্মিকতার খেলায় তা অগোছালো হয়ে পড়ে, চাওয়া-পাওয়ার মাঝে দুস্তর ব্যবধান গড়ে ওঠে। ইচ্ছে-অনিচ্ছের দড়ি টানাটানিতে হারজিতের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে অনিবার্য সীমাবদ্ধতা। কেউ তা মেনে নিয়ে বেঁচে

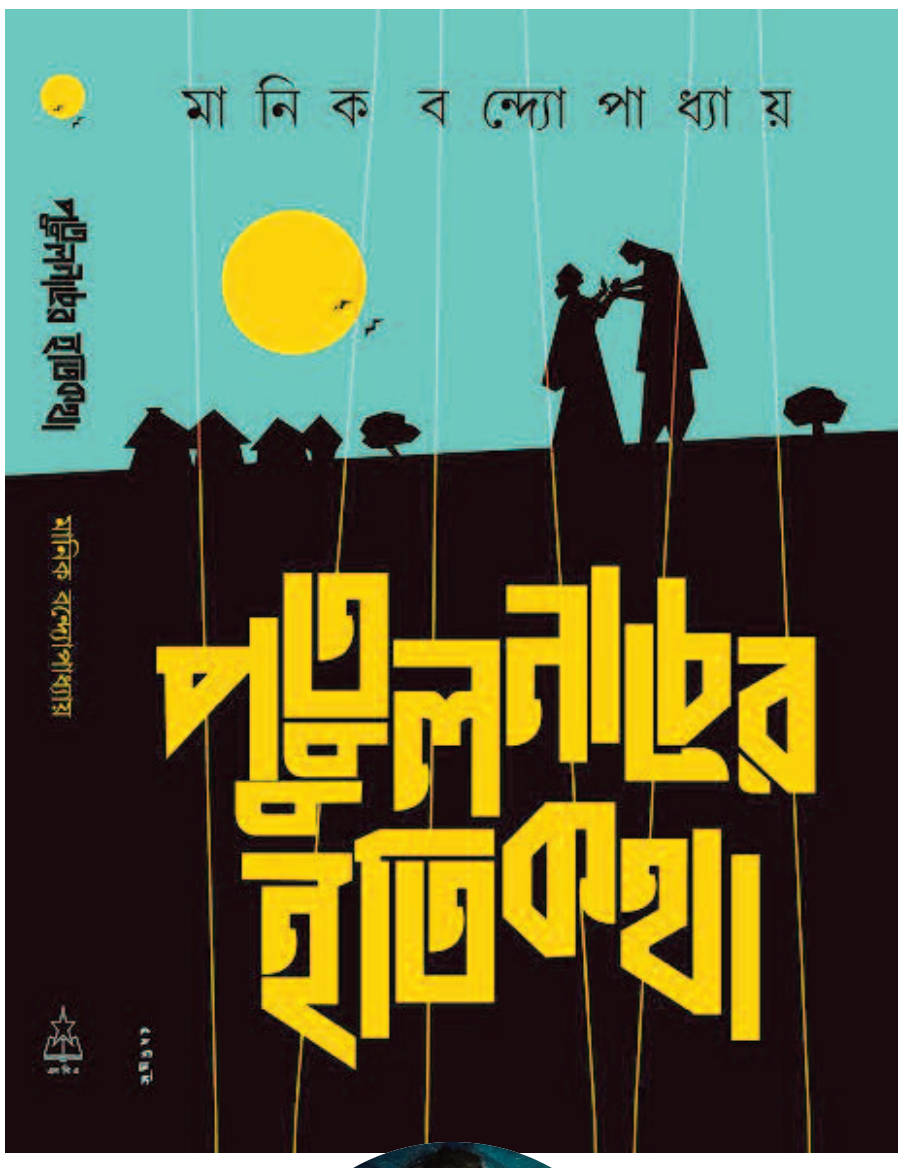



থাকে, কেউ তা মেনে নিতে বাধ্য হয়, কেউ আবার হেরে গেলেও হারিয়ে যেতে না চাওয়ায় ফিরে আসার স্বপ্ন আকড়ে বেঁচে থাকে। সেক্ষেত্রে শশী-কুসুমের প্রেমের ট্র্যাজিক পরিণতি অস্বাভাবিক নয়। *উপন্যাসের আধারে তার পরিচয় বিদ্যমান। আসলে ঔপন্যাসিক তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নিয়ন্ত্রণহীন জীবনের কথা তুলে ধরার ক্ষেত্রে অনিশ্চিত জীবন ও অনিবার্য মৃত্যু বিষয়ে বিচিত্র পথে অগ্রসর হয়েছেন। সেক্ষেত্রে প্রবৃত্তিতাড়িত জীবনের প্রবাহে স্বাভাবিক ভাবেই প্রেম থেকে পরিণয়ে সুখী গৃহকোণের হাতছানিতে জীবনকে গুছিয়ে নেওয়ার সদিচ্ছা সঙ্গে অনিশ্চয়তায় ভরা বিপথগামী জীবনের হিসেবে গরমিল স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সেখানে কামনাবাসনাময় জীবনে প্রেম যেমন পরিণতি লাভ করে না, তেমনই দাম্পত্যপ্রেমেও অবৈধ পরকীয়া হাতছানি দেয়। আবার ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনে বিয়ের পরেও প্রেমের আসক্তি থেকে যায়, প্রেমহীন দাম্পত্যজীবন অভ্যাসে ভারী হয়ে ওঠে। সেই অসুখী গৃহকোণে চার জোড়া নরনারীর দাম্পত্য জীবনের চাওয়া-পাওয়ার নির্মম পরিণতির মধ্যে তার পরিচয় নগ্ন হয়ে ওঠে। পরাণ-কুসুম, নন্দলাল-বিন্দু, যাদব পণ্ডিত-পাগলদিদি, যামিনী কবিরাজ-সেনদিদি, বনবিহারী-জয়া সবার দাম্পত্যজীবনের করুণ পরিণতি জীবনের আকস্মিকতায় প্রকট হয়ে ওঠে। পরানের নিঃসন্তান সংসারে ধনী ঘরের মেয়ে কুসুমের আধিপত্য থাকলেও মনে সুখ ছিল না। চৌদ্দ বছর বয়সে তার পরানের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। অন্যদিকে কুসুমের প্রাণচাঞ্চল্য পরানের ছিল না। সে মানসিক ভাবে দুর্বল ও অলস। সেদিক থেকে কুসুমের সেই মনের ঘরের একাকিত্বই তাকে শশী ডাক্তারের প্রতি দুর্বল করেছিল। দালালি ও মহাজনি করা গোপাল দাস যেভাবে কলকাতার পাটের কারবারি নন্দলালকে কৌশলে বাড়িতে আটকে তার মেঝ মেয়ে বিন্দুবাসিনীকে বিয়ে দিয়েছিল, তাতে ধনী ঘরের বৌ না হতে পেরে তার ক্ষেত্রে বহুমূল্যের সালংকরা রক্ষিতার জীবনই অনিবার্য হয়ে ওঠে। অন্যদিকে রথের দিন সূর্যবিজ্ঞানে অন্ধবিশ্বাসী যাদব পণ্ডিতের সিদ্ধপুরুষের সংস্কারের মিথ্যাচারে স্বেচ্ছামৃত্যুর ঘণ্টাখানেক পরে পতিব্রতা সতীত্বে পাগলদিদির অকালমৃত্যু ঘটে। আবার যামিনী কবিরাজের সন্দেহবাতিক মনে সেনদিদির দাম্পত্যজীবন আপনাতেই বিষিয়ে ওঠে। আসলে শশীর বাবা গোপাল দাসের জীবন্ত মানুষের ব্যবসাও ছিল। সে টাকার বিনিময়ে যে তিনজন বৃদ্ধকে বৌ জুটিয়ে দেয়, তার মধ্যে যামিনী কবিরাজকে দেড়শ টাকায় বিক্রি করা বৌকে শশী সেনদিদি বলে ডাকত। সেনদিদি দেখতেও সুন্দরী । গোপালের সঙ্গে সেনদিদির অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে পাড়ার চর্চাই যামিনী কবিরাজের মনকে বিষিয়ে তোলে। ঘৃণাবোধে অসুস্থ স্ত্রীর মৃত্যুকামনাও তার মুখে উঠে আসে। সেনদিদি তার পরেও সুস্থ হয়, মৃত্যুর আগে একটি ছেলের জন্ম দিয়ে গোপালের সঙ্গে পরকীয়ার জের রেখে শশীর মনের তিক্ততা আরও বাড়িয়ে দেয়। কলকাতায় জয়া আবার ভবঘুরে কুমুদের বিয়ের আগের প্রেমিকা হলেও বনবিহারীর শিল্পীপ্রতিভায় বিশ্বাস রেখে দারিদ্র্যকে বরণ করে তার সঙ্গে ঘর বাঁধে এবং সেই বিশ্বাস ভেঙে যাওয়ায় তার অসুখী দাম্পত্যজীবন নগ্ন হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে যাযাবর জীবনেও কুমুদকে আঁকড়ে গাওদিয়ার অজপাড়াগাঁয়ের মেয়ে মতির দাম্পত্যজীবন বিস্মরকর ভাবে টিকে যায়। সেখানে সংসারউদাসীন কুমুদ মতিকে গাওদিয়ায় রেখে আবার আয়ের উদ্দ্যেশ্যে সঙ্গচাড়া করতে গিয়েও ব্যর্থ হয় । বিচিত্র আয়োজন থেকে আধ্যাত্মিক চেতনার বিস্তারে জীবন-মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণে অদৃশ্য চালিকাশক্তির ভূমিকাই উপন্যাসটিতে অসাধারণত্ব লাভ করেছে। সেখানে অসংখ্য নর-নারীর দাম্পত্যজীবনের মধ্যেই তা প্রতিভাত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে হারানের আকস্মিক মৃত্যুদেহ নিয়ে আসা গাওদিয়ার গোপালের ছেলে সদ্য মেডিক্যাল থেকে পাশ করা শশী ডাক্তার গ্রামে আধুনিক চিকিৎসা বিস্তারে প্রমুখ হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে পুরনো চিকিৎসাব্যবস্থার সঙ্গে জড়িতদের সঙ্গে শশী ডাক্তারের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে । সূর্যবিজ্ঞান বিশ্বাসী যাদব পণ্ডিত ও চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞ যামিনী কবিরাজের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনিবার্যতা লাভ করে। মৃত্যুবিমুখ জীবনের আয়ুবৃদ্ধিতে যেমন আয়ুর্বেদ, দেহসাধনায় তান্ত্রিকতা এসেছে,তেমনই রোগ নিরাময়ে কবিরাজি থেকে আধুনিক চিকিৎসার সম্প্রসারণ ঘটেছে। অথচ অসুস্থকে সুস্থ করা গেলেও মৃত্যুর অনিবার্যতাকে আটকানো যায়নি। উপন্যাসের শুরুতেই বজ্রাঘাতে হ্যু ঘোষের মৃত্যু থেকে নানাভাবে অসংখ্য মৃত্যুর আকস্মিকতা নিবিড়তা সেকথাই প্রত্যয়সিদ্ধ করে তোলে। সেখানে বাঁচার স্বাদ, বাঁচানোর সদিচ্ছা সব মৃত্যুর অনিবার্যতার কাছে হায় মানে। শুধু তাই নয়, মৃত্যুকে মেনে নিয়েই জীবন এগিয়ে চলে। শশী চিকিৎসা করেও অনেককেই বাঁচাতে পারেনি । গাওদিয়ার বাসুদেব বন্দ্যোয়াপধ্যায়ের ছোট ছেলে বছর দশেকের ভূতো গাছ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হলে শশীর চিকিৎসাতেও সে বাঁচেনি। আবার সাতগাঁর এক বসন্তের রোগীকে শেষ মুহূর্তে চিকিৎসা করেও সে বাঁচাতে পারেনি। অন্যদিকে সেনদিদিকে বসন্ত রোগ থেকে বাঁচালেও সন্তান প্রসবের সময় তার মৃত্যু হয়। এছাড়া যাদব পণ্ডিত ও পাগলদিদির স্বেচ্ছামৃত্যু মৃত্যুতে নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থ প্রয়াস আরও প্রকট হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই শেষে সহজতার পথে গ্রামের লোকের মনে যেমন সংস্কারের জন্ম নেয়, তেমনই জীবনের অমোঘ পরিণতি মেনে নিয়েও অন্যদের বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস জারি থাকে আজীবন। আর সেখানেই মনুষ্যত্বের ‘বাঁচো এবং বাঁচাও’ আদর্শ অপরাজেয় হয়ে ওঠে। যাদব পণ্ডিত শশীকে সূর্যবিজ্ঞান শেখাতে চেয়েছিলেন, সে শেখেনি, বিশ্বাসও করেনি। অথচ তার পরেও গ্রামে একটি হসপিটাল গড়ে তোলার জন্য তিনি শশীকেই দায়িত্ব দিয়ে তাঁর সঞ্চিত সম্পদ উইল করে বিস্ময় সৃষ্টি করেন। এমনিতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শশী ক্রমে জীবনবোধের আলোয় গাওদিয়াকে ভালবেসে ডাক্তারি শুরু করেছিল। সেও যাত্রাদলের অভিনেতারূপী কুমুদের মতো কিছু তোয়াক্কা না করে বিশ্বজগতে নিজেকে খুঁজে পেতে চেয়েছিল । অথচ গাওদিয়ার সঙ্গে জুড়ে যাওয়া জীবনে ‘যাদব মেমোরিয়াল হস্পিট্যাল’ সেই সংযোগ আরও নিবিড়তা লাভ করে। লোকের মুখে তা ‘শশী ডাক্তারের হাসপাতাল’ হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে কুসুমের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবনতি দেখা দেওয়ার পরেও শশী তার আকর্ষণ ও মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অথচ কুসুম শশীর সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়, পরানকে নিয়েই বাবার কাছে চলে যাওয়ায় মনস্থির করে। সেক্ষেত্রে মানুষের পুতুলনাচের জীবনকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও প্রকট করে তুলেছেন। কুসুমের বাবা অনন্ত শশীর কাছে তার অসুখী মেয়ের জন্য দুঃখ প্রকাশেই তা উঠে আসে। লেখকের কথায় ‘অনন্ত বলিল, ছোটো মেয়ে, বড়ো দু বোনের বিয়ের পর ঐ ছিল কাছে, বড্ড আদরে মানুষ হোছিল---একটু তাই খেয়ালী হয়েছে প্রকৃতি। সবচেয়ে ভালো ঘর-বর দেখে ওর বিয়ে দিলাম,ওর অদেষ্টেই হল কষ্ট। সংসারে মানুষ চায় এক, হয় আর, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু । পুতুল বই নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।‘ শশীও সেই খেলার পুতুল হয়েছে। কুসুমের সঙ্গে তার দশ বছরের সম্পর্ক ক্রমে নিঃস্ব হয়ে পড়ে, শেষে তার মনের দৃঢ়তা ভেঙে অনুনয়বিনয় করেও তাকে গাওদিয়া রাখতে চেয়েছিল, পারেনি। অন্যদিকে সেনদিদির ছেলের মধ্যে বাবার কলঙ্কের বোঝা দুর্ভার হয়ে উঠলে গাওদিয়াকে আর মানিয়ে নিতে না পেরে মুক্তিপিয়াসী শশীর মনের কঠোর সিদ্ধান্তে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আয়োজন সামনে চলে আসে। ‘যাদব মেমোরিয়াল হস্পিট্যাল’-এর দায়িত্ব মেডিকেল কলেজের ক্লাসমেট অমূল্যকে দিয়ে গাওদিয়া ছেড়ে কলকাতা হয়ে বিলেতে চলে যেতে চাইলেও শশী যেতে পারেনি। গোপাল তার পরিকল্পনামাফিক কাশী যাওয়ার নাম করে রাজাতলায় ভাগ্নী কুন্দর কাছে থেকে সেনদিদির ছেলেকে নিয়ে কয়েকদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হওয়ায় শশীকে অবশেষে গাওদিয়াতেই থাকতে একপ্রকার বাধ্য করা হয়। গোপাল যাওয়ার আগে তার সব বিষয়সম্পত্তি শশীকে দিয়ে যায়। মানুষের জীবন যে তার ছকে চলে না, সেকথা শশীও জানে। শুধু তাই নয়, মৃত্যু যে অনিবার্য, সেকথাও শশী তার বাবাকে জানিয়ে দেয়। সেনদিদির মৃত্যুর ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে কথা বলার সময় শশী বাবার কথায় রেগে যায়। লেখকের কথায়, ‘বলিল, গোড়ায় রোগ ধরতে পারলেও মানুষ মরে।‘ তার পরেও মানুষ নিজের মতো বাঁচতে চায়, কল্পনা করে, স্বপ্ন দেখে। শশীও তা মেনে নেয়, মানিয়ে নেয়, কিন্তু মনে নিতে চায় না। স্মৃতিময় জীবন আঁকড়ে অভ্যাসে তার সচলতায় ইতিহাসের পলেস্তারা পড়ে, জীবনকে সামনে থেকে উপভোগ করার সদিচ্ছাও সময়ান্তরে নিস্তেজ হয়ে যায়। এজন্য কুসুম বিহনে শশী আর তালবনে মাটির টিলায় উঠে সূর্যাস্ত দেখতে যায় না। উপন্যাসটির শেষ বাক্যে তারই ব্যঞ্জনা, ‘মাটির টিলাটির উপর সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।‘ তবে শশীর চোখ মানুষ খুঁজে বেড়ায়, যারা আছেন আর যারা ছিলেন। মানুষ তো মানুষের মধ্যে নিজেকে খুঁজে দেখে, মিলিয়ে নেয়। সেখানে প্রতিটি মানুষের জীবন অচেনা-অজানার রহস্যময় হাতছানি হয়ে ওঠে, অজানা খনির পরশমণির বিস্ময় সৃষ্টি করে। এই অতীত ও বর্তমানের মানুষের জীবন-মৃত্যুর রহস্যময় জীবনের বিস্ময় ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’য় পুঁজি । আধুনিক জীবনের দ্রুত পালাবদলের মধ্যে তা আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে। জীবনের আকস্মিকতার খেলা থেকে মৃত্যুর অনিবার্যতায় তার অস্তিত্ব খুঁজে ফেরা সত্তায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ উপন্যাসটি কালান্তরের জীবনভাষ্য হয়ে চলেছে বিস্ময়কর দ্যুতি ছড়িয়ে, ভাবা যায়!

বিষণ্ণ রাজকুমার প্রমথেশ বড়ুয়া



সুব্রত রায়

সালটা ১৯৫১ এর ২৯ শে নভেম্বর, মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মহাপতন। ভারতীয় চলচিত্রের ইতিহাসে নেমে এলো এক গভীর অন্ধকার। মানুষটি আর কেউ নন, ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম ‘স্টার’ প্রমথেশ বড়ুয়া। এ খবর ছড়িয়ে পড়তেই শহর জুড়ে নেমে এল শোকের ছায়া, শোকাহত অগণিত মানুষ পা মেলালেন শোক মিছিলে। পথের দুধারে সার সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আপামর সাধারণ মানুষ শেষ শ্রদ্ধা জানালেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম ‘স্টার’ কে। তাদের মধ্যে শ্মশানে কয়েকজনকে বলাবলি করতে শোনা গেলো— ‘‘ও কে গেল গো” — ‘‘জানিস না লো দেবদাস গো দেবদাস,” এই অসম্ভব জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি নিয়ে যিনি অল্প বয়সে চলে গেলেন — তিনি আমাদের চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির ‘প্রিন্স প্রমথেশ বড়ুয়া।’ কিছু কিছু বাঙালি প্রতিভার অকাল প্রয়ান আজও আমাদের মর্মস্থলে বেদনা জাগায়। সুকুমার রায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, ঋত্বিক কুমার ঘটক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত এক অপার সম্ভাবনার শেষ হয়ে যাওয়া। জন্ম আসামের গৌরীপুরে ১৯০৩ সালের ২৪ অক্টোবর। ছোটবেলা থেকেই শিকার, খেলাধুলা ও গান-বাজনাতে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল।১৯২০ সালে কলকাতা হেযার স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯২৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এস.সি পাশ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৯২৮ সালে আসাম ব্যবস্থাপক সভায় মনোনীত সদস্য হিসাবে যোগ দেন এবং ১৯৩০ সালে সদস্য নির্বাচিত হন। ব্যবস্থাপক সভায় দেশবন্ধুর স্বরাজ দলের চিফ হুইপ ছিলেন। ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ ডমিনিয়ন ফিল্মস লিমিটেডের বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এর অন্যতম সভ্য হিসেবে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হন। ঐ প্রতিষ্ঠানের পঞ্চস্বর ছবিতে একটি ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯৩০ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন এবং ঐ বছরেই ইউরোপে গিয়ে প্যারিসে চলচ্চিত্র বিষয়ক হাতে কলমে কাজ শেখেন। ১৯৩১ সালে বড়ুয়া ফিল্ম নামে নিজস্ব চিত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। অপরাধী ছবিতে প্রথম নায়ক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, আর এই ছবিতেই এ দেশে প্রথম স্টুডিওর মধ্যে কৃত্রিম আলোর সাহায্যে চিত্রগ্রহণ শুরু হয়।

নিজস্বতা কথাটির যদি কোন মূল্য থাকে,তবে তিনিই চলমান চিত্রমালার প্রথম মহীরুহ।এরপর ১৯৩৩ সালে নিউ থিয়েটার্সে যোগ দিয়ে তিনি ‘দেবদাস’, ‘গৃহদাহ’ ‘মুক্তি’ ‘জিন্দেগী’ প্রভৃতি ছবি নির্মাণ করে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন। সূচনা হল প্রিন্স প্রমথেশ বড়ুয়ার এক আলোকজ্জ্বল রূপকথাময় জার্নি। মুক্তি ছবিতে যেটা লক্ষণীয় দিক ছিল তা হল ছবির শুরুতেই টাইটেল কার্ড এর সঙ্গে দেখা যায় প্রমথেশ বড়ুয়া একটার পর একটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে চলেছেন। সে সময় ছবিতে এরকম ফিল্মিক সেন্স সচারচর দেখা যেত না। শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে ‘দেবদাস’ ও ‘গৃহদাহ’ ছবি দুটিতে তিনি পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেন। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃতিত্ব রাখেন পরিচালনাতেও। প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় দেবদাস মাছ ধরেছে ছিপ হাতে, তার পাশে দাঁড়িয়ে পার্বতী, ছোট ছোট গোটা তিনেক ফ্লাশ ব্যাক শটে দেখিয়ে দেওয়া হয় দেবদাস ও পার্বতীর সম্পর্ক। অপর একটি দৃশ্যে দেবদাস কলকাতা চলে যাচ্ছে, এখানে পার্বতীর মনের কষ্টকে ফুটিয়ে তোলার জন্য একটি গানের ব্যাবহার করা হয়। একটি গ্রাম্য ভিক্ষুকের কণ্ঠে গানটি গাইতে শোনা যায়। ‘যেতে হবে যেতে হবে রে’; এখানে কৃষ্ণ চন্দ্র দে রূপায়িত ভিক্ষুক চরিত্রটি শুধুমাত্র রূপকেরই প্রতীক। আরও একটা ব্যাপার দেখা গেল এই দৃশ্যে। দেবদাস কলকাতার মেসবাড়িতে উঠে প্রথমে গলাবন্ধ কোট গায়ে নিজেকে আয়নায় দেখছে এই শটে। তারপর ওই একই সেটআপে দেখা যায় চুনীলাল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হাসছে। দেবদাস চুনীলালকে হাসতে দেখে জিজ্ঞাসা করে ‘হাসছ যে’ পরক্ষণেই ওয়াইপ আউট এর মাধ্যমে দেখা যায় দেবদাসের পরনে ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবি, গলায় চাদর, পায়ে পামশু ও হাতে ছড়ি। চুনীলাল কিন্তু আগের ভঙ্গিমায় ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে ‘ভাবছিলাম চার বছর আগেকার কথা’; মাত্র দুটো শটে দেবদাসের পরিবর্তনটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। আবার ছবির শেষে পার্বতীর সামনে দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার দৃশ্যে দেবদাসের জীবনের শেষ কথাটা দেওয়া হয় ট্রাজেডির ব্যঞ্জনায়। তিনি হয়ে উঠলেন বাঙালির ট্র্যাজিক আইকন। দেবদাস ছবিতে বড়ুয়া সাহেবের অভিনয় এমনভাবে দর্শকদের মন কেড়েছিল যে এই উপন্যাসের লেখক স্বয়ং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে ডেকে বলেছিলেন, ‘আমি দেবদাস লিখেছিলাম বোধহয় তোমাকে ভেবেই। আজ মনে হচ্ছে আমার গল্প লেখা সার্থক হল’। দেবদাস যেভাবে আত্মক্ষয় ও মৃত্যুকে নিয়তি হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তা আমাদের এক অন্য পরিসর কে চেনাতে সাহায্য করে। চলচ্চিত্র ভাষার ক্ষেত্রে বড়ুয়া সাহেব সম্ভবত প্রথম চলচ্চিত্রকার, যিনি যুগের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একধরনের ক্যামেরার নিজস্বতা খুঁজে পেতেন; যার প্রমাণ ‘গৃহদাহ’ ‘উত্তরায়ন’ বা ‘মুক্তি’ ছবিতে আছে। প্রকৃতপক্ষে পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা ঐতিহাসিক ভাবে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। ফ্লাশব্যাক, কাট ডিরেক্ট কাটিং, টাইম ও স্পেসের ব্যাবধান — টেলিপ্যাথি এফেক্ট চিত্রভাষা অর্থাৎ চলচ্চিত্রের ব্যাকরণ বলতে যা বোঝায় তা সঠিকভাবে প্রয়োগের দক্ষতা তাঁর ছবিতে লক্ষ করা যায় সেই সময়ে। তাই ভারতীয় চলচ্চিত্র আজও তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর তিনি আরো কয়েকটি ছবি করেন। তাঁর পরিচালিত ছবির সংখ্যা একুশ। এরমধ্যে বাংলাতে ১৪ ও হিন্দিতে ৭টি ছবি করেন। কয়েকটি ছবির সুরকার হিসাবেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ভালো টেনিস ও বিলিয়ার্ড প্লেয়ার ছিলেন।

প্রমথেশ বড়ুয়ার চরিত্র, আখ্যান, সংলাপ, অতিশয়োক্তিপরায়ণ। এই প্রাচুর্য, এই উচ্ছাস, এই পাগলামিই তো বাঙালির নিজস্বতা। যে অভিযোগ ঋত্বিক কুমার ঘটককেও শুনতে হয়েছিল যে তাঁর ছবি অতিমাত্রায় মেলোড্রামাটিক। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন হ্যাঁ আমার ছবিতে মেলোড্রামাকে আমি একটা ফর্ম হিসাবে নিয়েছি এবং তারপর তাকে ভেতর থেকে ভেঙে দিয়েছি। আর বলার চেষ্টা করেছি এটা কত অসার ও ভঙ্গুর। তিনি তাঁর মতো থাকুন — আমাদের ব্যর্থতায